Contents

ফিকহুল হাদীছ ও

গুলজারে সুন্নত

Contents

ফিকহুল হাদীছ ও গুলজারে সুন্নত

মাওলানা সাইয়েদ আসগার হুসাইন (রহঃ)

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মকবুল হাছান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার ঢাকা-১২১১
ফোন : ৭৩১০১৫৩, ০১৮৭০৯৪৯১১
পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১৭৫৮০২

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জুলাই ২০০৭ ঈসায়ী

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

প্রকাশকের আরজ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি সমগ্র মানবজাতির সর্বশেষ পথ নির্দেশক।

বর্তমান গ্রন্থখানা দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুহাদ্দিছ সাইয়েদ আসগার হুসাইন সাহেবের লিখিত দুখানি পুস্তিকার সংকলন। প্রথমখানি ফিকহুল হাদীছ। এতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়খানি গুলজারে সুন্নত। এতে দৈনন্দিন জীবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন মানব জাতির অনুপম আদর্শ। মানবের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে এ আদর্শের অনুসরণ অপরিহার্য। একজন প্রকৃত মুমিন তার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার আলোকে যাঁচাই করতে চায়, নিজ জীবন পরিচালনা করতে চায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতের অনুসরণে। এ উদ্দেশ্য পূরণে গ্রন্থখানি যথেষ্ট সহায়ক হবে মনে করেই আমরা এর বাংলা তরজমা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। আপামর পাঠকের সুবিধার্থেই ভাষা সহজ রাখা হয়েছে এবং দুখানি পুস্তিকা একত্রে সংকলনাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে গ্রন্থখানা দীনদার সুন্নত অনুসারী ভাইবোনদের উপকারে এলে আমরা কৃতার্থবোধ করব।

আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمدوعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد :

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এ সংকলনে প্রশ্ন–উত্তরসমূহ হানাফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করার পর যে হাদীছ থেকে মাসআলাটি বের করা হয়েছে তা লিখে দেয়া হয়েছে। আপনি যখন হাদীছটির প্রতি লক্ষ্য করবেন, তখন কারোর বুঝানো ব্যতিরেকেই বুঝতে পারবেন যে, প্রশ্নের উত্তরে যে মাসআলাটি বলা হয়েছে তা এই হাদীছ থেকেই বের হয়েছে। কোথাও কোথাও দু'তিনটি প্রশ্নের পর তিন চারটি হাদীছ বা এমন একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে সেগুলোর উত্তর বের করা হয়েছে। কোথাও কোথাও উত্তরের সমর্থন, উত্তর জোরালো করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভাল মনে করে একই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীছের শুধুমাত্র তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব ভাবার্থ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা মূল আরবী বাক্য লিখলে উর্দুভাষী (বাংলাভাষী) পাঠকদের কোন উপকার হতো না এবং পুস্তিকার কলেবরও দীর্ঘ হত। প্রতি হাদীছের শেষে যেসব কিতাবে হাদীছটি রয়েছে, সেগুলোর নাম লিখে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও দু'এক কিতাবের নাম লিখে ক্ষান্ত করা হয়েছে। আবার অনেক স্থানে ভাল মনে করে যেসব কিতাবে হাদীছটি সংকলিত আছে সে সবগুলোর নাম লিখে দেয়া হয়েছে। এ মাসআলাগুলো এমন যার উপর কোন সিলমোহর বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা স্বয়ং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীই এগুলোর সত্যায়নের জন্য যথেষ্ট এবং প্রামান্য ও নির্ভরযোগ্য সংকলকবৃন্দের কিতাবসমূহের নামই এগুলো বিবেচনার জন্য যথেষ্ট। এরূপ সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীছ শোনার ও তার নীচে এরূপ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমুহের বরাত উল্লেখ থাকার পর কোন দীনদার ব্যক্তি এ মাসআলার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার সাহস পেতে পারেন না।

উলামায়ে কেরামের খেদমতে আরজ যদি কখনও এ পুস্তিকাখানি দেখবার সুযোগ হয়, তাহলে মনে রাখবেন শুধুমাত্র সাধারণ জনমানুষের উপকারের লক্ষ্যেই কিতাবটি প্রণীত হয়েছে এবং স্থানে স্থানে শব্দ, বিন্যাস, ঢং ও অনুবাদে তাদেরই কথা সামনে

রাখা হয়েছে। তথাপি যথাসম্ভব এমন কোন কিছু করিনি যাতে প্রাথমিক দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যাই। তরজমা শাব্দিক করা হয়েছে। তবে বাকবিধির খেলাপ করা হয়নি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্টকরন যা কিছু করা হয়েছে তা হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনা বা হাদীছের ভাষ্য কিতাবসমূহের (আইনী,
ফাতহুল বারী, নবভী; মিরকাত, লুমুআত ইত্যাদি) উপর দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। প্রশ্নসমূহের উপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব কিতাব থেকে অথবা ফিকাহর অতি প্রচলিত কিতাবসমূহ যেমন হিদায়া, দুররে মুখতার, শামী ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি ও বরকতের জন্য ভাল মনে করে প্রতিটি হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীর নামে শুরু করা হয়েছে এবং শেষে হাদীছটির সংকলক বা কিতাবের নাম লিখে দেয়া হয়েছে। কোন কোন হাদীছ সিহাহ সিত্তার বাইরের হলেও তা এমন কিতাবের যার উপর উলামায়ে কেরাম আস্থা জ্ঞাপন করেছেন এবং মিথ্যাচার ও বানোয়াটের অভিযোগ থেকে মুক্ত মনে করেছেন। শুধু মারফূ (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি বা কর্ম, সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি বা কর্ম নয়) হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও একাধিক হাদীছ উল্লেখ অনর্থক মনে করবেন না। বরং একটু চিন্তা করে দেখুন। তাহলে অধম সংকলক যে কল্যাণের কথা চিন্তা করে একাধিক হাদীছ একত্রিত করেছে, তা বুঝতে পেরে আপনার মন স্থির হবে। সকল মাসায়েল ও সকল হাদীছ এখানে আনা হয়নি। শত শত কিতাবেও তা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সেসব হাদীছ ও মাসায়েল আনা হয়েছে যার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও যেগুলোর মধ্যে নতুনত্ব আছে যাতে পাঠকদের মন ঘাবড়ে না যায়। সাধারণভাবে হাদীছের তরজমা দেখে যে ভুল বুঝার আশংকা থাকে হাদীছের সাথে ফিকাহের মাসায়েল থাকায় সে আশংকা দূর হবে। সকলের উপযোগী করে তুলতে আমি চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। এরপর উপকারী করা ও কবুল করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

ان يريد الا لاصلاح مااستطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب بيده الخير والى الله المصير وهو على كل شئى قدير

সাইয়েদ আসগার হুসাইন

Contents

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

গুলজারে সুন্নত

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পানাহারের সুন্নতসমূহ

Contents

ঈমান

প্রশ্ন-১। কোন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও একত্ববাদের প্রবক্তা হয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তাঁকে না মানে তাহলে সে কি মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর ঃ যতক্ষণ না সে ব্যক্তি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর সকল বক্তব্যের সত্যায়ন ও অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা পোষণ না করবে, সে কোনক্রমেই মুসলমান নয়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চারটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে না। (আন্তরিক ও মৌখিক) স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই; আমি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আমাকে তিনি সত্যই নবী করে পাঠিয়েছেন, মৃত্যু (অর্থাৎ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া) মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া এবং তাকদীর-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা মুমিনরূপে পরিগণিত হতে পারে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।

(বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-২। বান্দার নিকট আল্লাহর কোন প্রাপ্য আছে কি? থাকলে তা কি?

উত্তর ঃ বান্দার নিকট আল্লাহর অনেক আবশ্যিক প্রাপ্য রয়েছে। যেমন- কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ্য না হওয়া। তবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্য হলো এই যে, তাঁর ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা।

হাদীছ ঃ হযরত মুআজ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দার নিকট আল্লাহর এই প্রাপ্য রয়েছে যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-৩। কবীরা গোনাহের কাজ করলে মানুষের ঈমান নষ্ট হয় কি? এবং তাকে কাফের ও বেঈমান বলা ঠিক হবে কি?

উত্তর ঃ যদিও আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা ও গোনাহের কাজ ছোট বড় সবই নিন্দনীয় ও দোষণীয়, তথাপি কবীরা গোনাহের কারণেও কোন মুসলমান ঈমানের বহির্ভূত বা কুফরীর অন্তর্ভূক্ত হয় না। অতএব তাকে কাফের বা বেঈমান নামে আখ্যায়িত করা জায়েয নয়। বরং এ কথাটি একটি কবীরা গোনাহ। বিষয়টি ঠিক এমন যে কোন মুসলমানকে কাফের বললে তার শাস্তি ও গোনাহ কাফের আখ্যাদানকারীর উপর বর্তায়।

হাদীছ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয় ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্গত (এ তিনটির অনুপস্থিতিতে ঈমানের মধ্যে শিথিলতা এসে যায়) এক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঘোষণাকারী থেকে নিজের যবানকে সংযত রাখবে। (অর্থাৎ তার প্রতি অশোভনীয় কথা ও কাজ আরোপ করা থেকে বিরত থাকা)। কোন গোনাহের কারণে তাকে কাফের বলবে না এবং কোন কাজের কারণে তাকে ইসলামের বহির্ভূত বলে মনে করবে না। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন–৪। যে মুসলমান ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে সে কি চিরকাল দোযখে পড়ে থাকবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমানদার অবস্থায় মারা যাবে এবং ঈমান অবস্থায় তার মৃত্যু হবে সে যতই গোনাহ্‌গার হোক না কেন পরিশেষে সে বেহেশতে যাবে। অবশ্য নিজ কৃতকর্মের জন্য হাজার হাজার লাখ লাখ বছর এমন কঠিন শাস্তি ভোগ করার পর তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে যা এক মুহূর্তও সহনীয় নয়।

হাদীছ–১ ঃ হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস অবস্থায় মারা যাবে, সে কখনো না কখনো অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীছ–২ ঃ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে চলে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন যাদের অন্তরে সরিষা বীজের পরিমাণও ঈমান আছে তাদেরও দোযখ থেকে বের করে আনো। যখন তাদের বের করে আনা হবে তখন তাদের শরীর পুড়ে কয়লার মত হয়ে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হবে। সেখান থেকে তারা (সুস্থ ও পবিত্র হয়ে) বের হয়ে আসবে যেন স্রোতের আবর্জনার মধ্যে অংকুরিত বীজ। (অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে) (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্ন–৫। কখনো কখনো মনে এমন অনর্থক ও অশুভ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি তা মনে স্থির হয়ে যায়, তাহলে ঈমান বিলুপ্ত হতে থাকবে। সেগুলো মুখে উচ্চারণ করাও গুরুতর মনে হয়। এ ধরনের ধারণা অন্তরে আসার কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ এ ধরনের ধারণা শুধুমাত্র অন্তরে আসার কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। বরং এর দ্বারা ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা শয়তান তাকে ঈমানদার মনে করেই তার মনে এসব কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি সে ধারণাকে অত্যন্ত খারাপ এবং এতই অন্যায় মনে করেছে যে, তা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা ও ভীতিবোধ করে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা কখনো কখনো অন্তরে এমন ধারণা অনুভব করি যে, তা বর্ণনা করা খুবই খারাপ বলে মনে হয়। (অর্থাৎ বলার উপযোগী নয়)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যিই কি তোমরা এরূপ অনুভব কর? তাঁরা বললেন, নিঃসন্দেহে আমরা এরূপ অনুভব করি। তিনি বললেন, এতো পরিস্কার ও সুষ্ঠু ঈমানের আলামত। (মুসলিম, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের এসব ধারণা ও কল্পনাসমূহ মাফ করে দিয়েছেন যা তাদের অন্তরে উদিত হয় যতক্ষণ না সেগুলো সে কাজে পরিণত করে বা মুখে উচ্চারণ করে। (মুসলিম ও বুখারী)

প্রশ্ন-৬। কখনো কখনো আমল ও ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি এই অবস্থা দেখতে পায় বা কোন প্রকারে মানুষের নিকট প্রকাশ পায়, তাহলে লোকটির মনে আনন্দবোধ হয়। এও কি রিয়া বা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট শিরক বলে পরিগণিত হবে? নাকি, এর ভিন্ন কোন হুকুম আছে?

উত্তর ঃ এ কোন রিয়া নয়, এতে কোন গোনাহও হবে না। বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে শর্ত থাকে যে নিয়্যত বিশুদ্ধ থাকতে হবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন স্থানে ইবাদত করে যাতে লোকে দেখতে পায় বা এমন কোন কৌশল অবলম্বন করে যাতে সে ভাল কাজটি করে মানুষের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করবে, তাহলে তা হবে স্পষ্ট রিয়া। হাদীসে যাকে ক্ষুদ্র শিরক বলা হয়েছে।

হাদীছ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কখনো কখনো (বিশুদ্ধ নিয়্যতে) আমল করি, কিন্তু কোন প্রকারে তা মানুষের অবগত হয়ে গেলে আমার মনে খুবই ভাল লাগে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। একটি প্রকাশ্যের আরেকটি গোপনের। (তিরমিযী)

প্রশ্ন-৭। সবচেয়ে গুরুতর (কবীরা গোনাহ) গোনাহ কোনটি?

উত্তর ঃ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া, জিহাদ থেকে পলায়ন করা, সুদ খাওয়া, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, ব্যভিচার করা, এগুলো গুরুতর গোনাহ। তবে সবচেয়ে গুরুতর গোনাহ আল্লাহর সাথে শিরক করা।

হাদীছ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে গুরুতর গোনাহ আল্লাহর সাথে শিরক করা, (অতঃপর) মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া, (অতঃপর) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী শরীফ)

প্রশ্ন-৮। শুনেছি শেষ যুগে ইলম (ধর্মের জ্ঞান) প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। এটা কি সত্য? ইলম কিরূপে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে?

উত্তর ঃ এ কথা সত্য যে, কেয়ামতের পূর্বে ইলম প্রত্যাহার করা হবে। তা এরূপভাবে যে, ক্রমে ক্রমে উলামায়ে কেরম মৃত্যুবরণ করতে থাকবেন। ফলে ইলম থাকবে না, থাকবেন না কোন ইলমধারী। কিছুকাল থেকে উলামায়ে হকের তিরোধান শুরু হয়ে গেছে।

হাদীছ ঃ আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপে ইলম উঠিয়ে নেবেন না যে, তা লোকদের অন্তর থেকে বের করে নেবেন। বরং উলামায়ে কেরামের মৃত্যুদান করে ইলম উঠিয়ে নেবেন। (এভাবে একপর্যায়ে) যখন কোন আলেম থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। তাদের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে তারা তার জবাব দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। (তিরমিযী)

ওযু ও গোসল, পাক ও নাপাক

প্রশ্ন-৯। কখনো পানির স্বল্পতার কারণে বা অন্য কোন কারণে ওযুর সকল অঙ্গ একবার করে ধুয়ে নিলে ওযু হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ মাত্র একবার করে ধুয়ে নিলেও ওযু সম্পন্ন হবে। কেননা ফরয এতটুকুই। তিনবার ধোয়া সুন্নত। অবশ্য অকারণে সুন্নাতের খেলাপ করলে তা নিশ্চয় নিন্দনীয় ও খারাপ হবে।

হাদীছ-১ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে ওযু করেছেন। অর্থাৎ প্রতি অঙ্গ মাত্র একবার করে ধুয়ে ওযু করেছেন। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

হাদীছ-২ ঃ জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে (অঙ্গসমূহ ধুয়ে) ওযু করেছেন, দুবার করে এবং তিনবার করেও। (মোটকথা স্থান ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল প্রকারে ওযু করেছেন)।

(তিরমিযী, তাবরানী মুআজ (রাযিঃ) থেকে)

প্রশ্ন-১০। ওযুর পরে কাপড় দ্বারা অঙ্গসমূহ শুকিয়ে নেয়া জায়েয না মাকরূহ? ওযুর পরে কাপড়ের আঁচল দিয়ে অঙ্গসমূহ শুকিয়ে নেয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধমত অনুযায়ী ওযু ও গোসলের পরে রুমাল ইত্যাদি দ্বারা শরীর শুকিয়ে নেয়া জায়েয আছে। তবে মোস্তাহাব হলো শুকিয়ে নিতে বাড়াবাড়ি করবে না। বরং এ রূপে শুকিয়ে নেবে যাতে কিছুটা ভিজা ভাব রয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কখনো কাপড়ের আঁচল দিয়ে শুকিয়ে নিলে তা জায়েয আছে। তবে সর্বদা এ অভ্যাস করা মনীষীগণ অশুভ বলে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি কাপড়ের টুকরা ছিল তিনি ওযুর পর এদিয়ে অঙ্গসমূহ শুকিয়ে নিতেন।

হাদীছ-২ ঃ সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং তাঁর পরিহিত জুব্বার আঁচল উল্টিয়ে চেহারাখানি শুকিয়ে নিলেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১১। কোন কিছু খাওয়ার পরে মুখ যদি সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যায় এবং কোন ক্ষুদ্র অংশও যদি অবশিষ্ট না থাকে, এমতাবস্থায় কুলি না করে নামায পড়ে নিলে মাকরূহ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি মুখের লালা দ্বারাই মুখ পরিস্কার হয়ে যায়, তাহলে কুলি না করেই নামায পড়ে নেয়া বিশুদ্ধ ও সঠিক হবে। অবশ্য যদি খাবারের স্বাদ অনুভব করা হয়, তবে তা মুখে নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ এবং এ অবস্থা ফেরেস্তাদের নিকট খুবই অপছন্দ।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করে ওযু বা কুলি করলেন না এবং (সে অবস্থায়ই) নামায পড়লেন। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীছ-২ ঃ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরিধান করে অর্থাৎ চাদর, পাগড়ী ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে নামাযে আগমন করেন। ইতিমধ্যে রুটি ও গোস্তের হাদিয়া আনা হল (অর্থাৎ কোন সাহাবী নিয়ে এলেন) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন লুকমা আহার করলেন এবং অতঃপর লোকদের নামায পড়ালেন, হাতে পানি লাগালেন না, (অর্থাৎ কুলি ও ওযু করলেন না)। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্ন-১২। কখনো কখনো পেট গুড়গুড় করে। তখন সন্দেহ হয় বাতাস বের হয়ে ওযু ভেঙ্গে গেল কি না। এমতাবস্থায় মনের ইতস্তত ভাব নিয়ে এবং কোনদিকে নিশ্চিত না হয়ে নামায পড়ে নেয়া জায়েয ও সঠিক হবে কি?

উত্তর ঃ এরূপ সন্দেহের কারণে ততক্ষণ ওযু নষ্ট হয় না, যতক্ষণ বাতাস বের হবার বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া যায়, শব্দ না শোনা যায় বা দুর্গন্ধ না পাওয়া যায়। মোটকথা কোন প্রকারে নিশ্চিত হতে হবে। যতক্ষণ সন্দেহ থাকে ততক্ষণ ওযু নষ্ট হয় না, নামায সঠিক হয়ে যায়।

হাদীছ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি পেটের মধ্যে (গুড়গুড় ও ডাক) অনুভব করে, তাহলে যতক্ষণ না শব্দ শুনবে বা বাতাস বের হবার কথা জানতে পারবে, ততক্ষণ (ওযু করার জন্য) মসজিদ থেকে বের হবে না। অর্থাৎ তার ওযু রয়েছে, নষ্ট হয়নি।

(বুখারী, তিরমিযী)

প্রশ্ন-১৩। কতিপয় নব্যপন্থী ব্যক্তি বলে থাকে যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা উচিত। কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন। একি সঠিক?

উত্তর ঃ এ সম্পূর্ণ ভুল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল বসে পেশাব করা।

আমাদেরও এরূপেই করা উচিত। কেননা তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে পেশাব করলে কাপড় নাপাক হবার আশংকা থাকে। অথচ তার থেকে পবিত্র থাকতে হাদীছে বিশেষ তাগিদ ও হুঁশিয়ারী বর্ণিত হয়েছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন কবরের আযাব প্রধানতঃ পেশাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ও তা থেকে পবিত্র না থাকার কারণে হয়ে থাকে। তাছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ও অভ্যাসের খেলাপ। তা পরিহার কর উচিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একবার কারণবশতঃ এরূপ করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটু উঁচু জায়গা ছিল সেখানে বসলে পড়ে যাবার আশংকা ছিল। তাছাড়া জায়গাটি ছিল নাপাক ও কর্দমাক্ত। কাপড়ে নাপাকি লেগে যাবার আশংকা ছিল। তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোমরে ব্যথা ছিল। দাঁড়িয়ে পেশাব করা আরবে এরজন্য দ্রুত কার্যকরী চিকিৎসা বলে মনে করা হত। এসব কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। নতুবা এ তাঁর অভ্যাস বা নিয়ম ছিল না। এখনও যদি কারো বাস্তবিকই কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে তার দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয হবে।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার সত্যতা স্বীকার করবে না। (অর্থাৎ কখনও তার প্রতি আস্থা রাখবে না)। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা বসে পেশাব করতেন।

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ–২ ঃ হযরত ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলেন। বললেন, হে ওমর দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, এরপর আমি আর দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন–১৪। কোন পশু মারা গেলে তার চামড়া পাক না নাপাক? তা ব্যবহার করতে হলে কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ শুকর ছাড়া সকল পশুর চামড়া দাবাগত করলে (পাকিয়ে রঙ্গিয়ে নিলে) সম্পূর্ণ পাক হয়ে যাবে। অতঃপর তাতে পানি পান করা ও তা পরিধান করা বা তার উপর নামায পড়া এবং সকল প্রকারে ব্যবহার করা জায়েয। সে পশু জবাই করা হোক না মারা গিয়ে থাকুক।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চামড়া পাক হবার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দাবাগতই তার জন্য পবিত্রকরণ (অর্থাৎ দাবাগতের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ পাক হয়ে যায়)। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মায়মূনা (রাযিঃ)-এর দাসী একটি ছাগল সদকা পেয়েছিল। সেটি মারা গেলে রাস্তায় ফেলে দেয়া হলো। সেদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়াটি ছাড়িয়ে দাবাগত করে কাজে লাগালে না কেন? তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো মৃত ছিল (অর্থাৎ মারা গিয়েছিল, জবাই করা হয়নি)। তিনি বললেন, তা খাওয়া হারাম হয়েছে, চামড়া কাজে লাগানো হারাম নয়, জায়েয।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী সংক্ষিপ্ত)

হাদীছ-৩ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর জন্য পানি চাইলেন। (পানি এনে) বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ পানি মৃত পশুর চামড়ায় রাখা ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সে চামড়া দাবাগত করেছিলে? বলা হলো, নিশ্চয়ই দাবাগত করেছিলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে আন। কেননা এ পানি পাক।

(তাবরানী-আওসাত)

প্রশ্ন-১৫। শুনেছি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে লোকেরা বাড়ী থেকে ওযু করে আসত। আজকাল মসজিদের সাথে যে ওযু ইত্যাদির সরঞ্জাম এবং গোসলখানা তৈরী করা হয় তা কি জায়েয না বেদ'আত?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই সেসময় মসজিদের সাথে এ সকল সরঞ্জাম থাকত না। ফলে সবাইকে বাড়ী থেকে ওযু করে আসতে হত। বর্তমানেও যে ব্যক্তি ওযু সহ বাড়ী থেকে বের হয়, সে অধিক ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু মসজিদের জন্য ওযু ও গোসল ইত্যাদির সরঞ্জাম তৈরী করে দেয়া খুবই ছওয়াবের এবং সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজ।

হাদীছ ঃ ওয়াসিলা ইবনুল আসকা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিশু, উন্মাদ, ক্রয়-বিক্রয়, শোরগোল, দণ্ডপ্রয়োগ এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখো এবং তার সামনে গোসলখানা (ও ওযুর জায়গা) তৈরী কর এবং সুগন্ধি জ্বালিয়ে জুমআর দিনগুলোতে মসজিদে ধূঁয়া দাও।

(ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১৬। যদি রাতে কোন কারণবশতঃ গোসলের প্রয়োজন হয় এবং সে সময় গোসল করতে কষ্ট হয় বা মনে না চায়, তাহলে গোসল ব্যতিরেকে ঘুমিয়ে থাকা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ উত্তম হলো গোসল করা। কিন্তু যদি গোসল না করে, তাহলে ইস্তিঞ্জা ও ওযু করে ঘুমিয়ে থাকবে। এ নিয়ম সুন্নত ও পছন্দনীয়।

হাদীছ ঃ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা ওমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, রাত্রের মাঝখানে আমার গোসলের প্রয়োজন হয় এবং (সে সময়) গোসল করা কষ্টকর হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করবে। অতঃপর ঘুমিয়ে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১৭। গোসল সেরে অনেকে ওযু করে নেয়। এটাকি জরুরী?

উত্তর ঃ মোটেই জরুরী নয় বরং এরূপ না করা উচিত। গোসলের শুরুতে ওযু করে নেয়া সুন্নত। ও-ই যথেষ্ট। যদি কেউ শুরুতে ভুলক্রমে ওযু না করে থাকে, বরং ওযু ছাড়াই সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল করে নিয়ে থাকে তথাপি গোসলের পর ওযু করার প্রয়োজন নেই। পানি ঢালায় সমস্ত শরীর যখন ভিজে গিয়েছে, তাতে ওযুও হয়ে গিয়েছে, যদিও সুন্নতের খেলাপ হয়েছে।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর ওযু করতেন না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

নামায ও আনুষঙ্গিক বিষয়

প্রশ্ন-১৮। আযানের পর কতটুকু সময়ের মধ্যে জামাআত করা উচিত? এর কোন সুন্নত বা মুস্তাহাব পরিমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ মাগরিবের নামায ব্যতীত অবশিষ্ট চার নামাযে আযান ও ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময়ের পার্থক্য রাখা মুস্তাহাব যাতে আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে পারে এবং পেশাব পায়খানারত ব্যক্তি প্রয়োজন সেরে নিতে পারে।

হাদীছ ঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে বলেছিলেন, আযান থেমে থেমে বলবে এবং ইকামত তাড়াতাড়ি বলবে। আযান ও ইকামতের মাঝখানে এতটুকু বিরতি রাখবে যাতে আহাররত ব্যক্তি আহার থেকে, পানরত ব্যক্তি পান থেকে এবং পেশাব ও পায়খানারত ব্যক্তি নিজ কাজ থেকে অবসর হতে পারে। আর আমাকে না দেখে দাঁড়াবে না।

প্রশ্ন-১৯। প্রথম রাকাআতে যে সূরা পড়া হয়েছে, তা-ই যদি দ্বিতীয় রাকাআতেও পড়া হয়, তাহলে নামাযের কোন ত্রুটি হয় কি বা নামায বিশুদ্ধ হয় কি?

উত্তর ঃ ফরয নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলে নামাযে কিছুটা ত্রুটি হয় (মাকরূহ) কিন্তু যদি ভুলক্রমে এরূপ করা হয় বা মাত্র একটিই সূরা মুখস্থ থাকে, তাহলে পুনরায় সেটি পাঠ করা মাকরূহ নয়। নফল নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করলেও কোন ক্ষতি নেই।

হাদীছ ঃ মুআয ইবনে আবদিল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি-আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযে উভয় রাকাআতে সূরা ইযা যুলযিলাত পাঠ করতে শুনেছি। আমি জানিনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন না-কি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছিলেন। (দৃশ্যতঃ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এরূপ করেছিলেন) (আবু দাউদ)

প্রশ্ন–২০। সিজদায় যাবার সময় জমিনের উপর প্রথমে হাত রাখবে না হাঁটু? ওঠবার সময় কোনটি প্রথমে উঠাবে?

উত্তর ঃ প্রথমে হাঁটু রাখবে, অতঃপর হাত। ওঠবার সময় প্রথমে হাত উঠাবে, অতঃপর হাঁটু।

হাদীছ ঃ ওয়াইল ইবনে হুযর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করার সময় হাতের পূর্বে হাঁটু জমিনের উপর রাখতেন এবং উঠার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত জমিন থেকে উঠাতেন। (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন–২১। পুরুষ মানুষ যেমন ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করলে পঁচিশ বা সাতাশ গুণ ছওয়াব লাভ করে, স্ত্রীলোকদের জন্যও কি এই হুকুম না কিছু কম-বেশী রয়েছে।

উত্তর ঃ স্ত্রীলোকদের বিষয় এর সম্পূর্ণ উল্টা। তারা জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে, একাকী ও নির্জনে পড়লে তার পঁচিশ গুণ ছওয়াব লাভ করবে। তারা যতই নির্জনে ও ঘরের কোণে নামায আদায় করবে, ততই বেশী ছওয়াব লাভ করবে। এমনকি বাড়ীর উঠানে নামায পড়লে যে ছওয়াব ও ফযিলত পাবে, তার চেয়ে বেশী পাবে ঘরের বারান্দায় পড়লে এবং ঘরের ভিতরে ও কোণে প্রবেশ করে নামায পড়লে আরো বেশী ছওয়াব ও ফযিলত লাভ করবে।

হাদীছ–১ ঃ স্ত্রীলোকেরা যে নামায একাকী পড়ে জামাআতে পড়ার চেয়ে এ নামাযের ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। (মুসনাদে দায়লামী)

হাদীছ–২ ঃ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীলোকের নামায উঠানের চেয়ে ঘরের অভ্যন্তরে উত্তম এবং ঘরের চেয়ে ঘরের কোণে তার নামায উত্তম, অর্থাৎ যতই অভ্যন্তরে ও পর্দার মধ্যে হবে ছওয়াবও তত বেশী হবে। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন–২২। ফিকাহর কিতাবসমূহে অন্ধব্যক্তির ইমামতি মাকরূহ বলা হয়েছে। এই হুকুম কি সকল অন্ধ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ মাকরূহ হবার কারণ হলো এই যে, অধিকাংশ অন্ধব্যক্তি পাক–নাপাকীর কোন তারতম্যজ্ঞান রাখে না এবং সাবধান হতে পারে না। অতএব, যে অন্ধব্যক্তি পুরোপুরি সাবধান এবং পাক–পবিত্র থাকে তার ইমামতি মাকরূহ নয়। আর যদি আলেম ও পরহেযগার হয়, তাহলে অন্ধ হলেও তার ইমামতি উত্তম।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যাবার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ সাহাবী) (রাযিঃ)কে মদিনাতে নামায পড়ানোর জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। (তাবরানী, আবু দাউদ)

হাদীছ–২ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) যিনি বনু হাতমার ইমাম ছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানাতেই বনু হাতমার

ইমাম ছিলাম, অথচ আমি অন্ধ ছিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও অংশগ্রহণ করতাম অথচ আমি অন্ধ ছিলাম। (তাবরানী)

প্রশ্ন-২৩। ইমাম সাহেব এই ধারণা নিয়ে নামায শুরু করলেন যে, অনেক বড় সূরা পাঠ করে খুবই ধিরস্থিরভাবে নামায আদায় করব। নামাযের মধ্যেই কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল যেমন, বৃষ্টি এসে গেল বা মুসাফিররা যে গাড়ীতে আরোহণ করবে, তা আসার শব্দ শোনা গেল। এমতাবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করে সূরাটি মাঝখানে রেখে দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ এমন ক্ষেত্রে জায়েয বরং সুন্নত হলো, কেরাআত সংক্ষিপ্ত করে নামায শীঘ্র শেষ করা। নইলে স্বয়ং ইমাম ও মুক্তাদীদের মন নামাযের প্রতি থাকবে না। নামায আদায় করা কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি অনেকের নামায ছেড়ে দেবার পরিস্থিতি এসে যাবে।

হাদীছ ঃ আবু কাতাদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি নামায দীর্ঘায়িত করে আদায় করার ইচ্ছা নিয়ে শুরু করি। (নামাযের মধ্যখানে) শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই। তখন যেহেতু আমার তার মায়ের মন অস্থির হওয়ার আশংকা হয়, আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি পাছে সে ফেতনায় না পড়ে অর্থাৎ ধৈর্য ধরতে না পেরে নামায ছেড়ে দেয়। (বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-২৪। যদি নামায পড়ানো অবস্থায় ইমামের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, কাশি ইত্যাদি কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, কুরআন শরীফ ভুলে যায় বা স্মরণ না থাকে তাহলে আরম্ভকৃত সূরা মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে রুকুতে যাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ সূরা ফাতেহার পর তিন আয়াত পরিমাণ পড়া হবার পর এ ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে উচিত হলো সূরাটি মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে রুকুতে যাওয়া।

হাদীছ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা মুমিনুন পড়া শুরু করেন। পড়তে পড়তে যখন হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর আলোচনায় এলেন, তখন তাঁর কাঁশি লাগল। তিনি (সেখানেই) রুকু করলেন। (বুখারী শরীফ)

প্রশ্ন-২৫। ফজরের সময় যখন জামাআতের নামায শুরু হয়ে গেল, তখন সুন্নত পড়া জায়েয আছে কি? যদি জামাআত ছাড়িয়ে যাবার আশংকায় সে সুন্নত ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তা কখন আদায় করবে?

উত্তর ঃ চার ওয়াক্তে তো ফরয নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত, নফল কোন নামাযই শুরু করা উচিত নয়। বরং জামাআতে শরীক হওয়া অপরিহার্য। শুধুমাত্র ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রে এতটুকু জায়েয আছে যে, ইমাম যদি বড় বড় সূরাসমূহ পড়তে থাকে এবং সে ব্যক্তি আশা করে যে, সুন্নত পড়ার পরেও জামাআত একেবারেই ছাড়িয়ে যাবে না। বরং দ্বিতীয় রাকাআতটি পাওয়া যাবে, তাহলে মসজিদের কোন এক কোণে ইমাম থেকে দূরে অথবা মসজিদের আশে পাশে (যেমন

ওযুর জায়গায় বা কামরায়) সুন্নত পড়তে পারে। কিন্তু ইমামের অব্যবহিত স্থানে জামাআতের সমান্তরালে এ নামায আদায় করা গুরুতর মাকরূহ। তেমনিভাবে জামাআতের পিছনে নিকটবর্তী স্থানে দাড়িয়েও পড়া উচিত নয়। যদি জামাআত একেবারেই ছাড়িয়ে যাবার আশংকা হয়, তাহলে সুন্নত পড়বে না, বরং জামাআতে শরীক হবে এবং সূর্য উদিত হবার পর সুন্নত কাযা পড়ে নেবে। যদি কোন কাজ বা প্রয়োজনে সূর্য উদিত হবার অপেক্ষায় না থাকতে পারে, তাহলে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হবে। সূর্য উঁচু হলে দু'রাকাআত নামায পড়ে নেবে। যদি সুযোগই না পায় বা ভুলে যায়, তাহলেও গোনাহগার হবে না। কিন্তু অপ্রয়োজনে ফজরের পরপরই পড়ে নেয়া এবং সূর্যোদয়েরও অপেক্ষা না করা নেহায়েত মাকরূহ কাজ। এর চেয়ে না পড়াই উত্তম।

হাদীছ-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন জামাআত শুরু হয়ে যায় তখন ফরয ব্যতীত কোন নামায পড়া উচিত নয়। তবে ফজরের সুন্নত পড়তে পারে। (বায়হাকী)

হাদীছ-২ ঃ আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নত পড়েনি, তার উচিত সূর্যোদয়ের পরে পড়ে নেয়া। (তিরমিযী শরীফ)

প্রশ্ন-২৬। কতিপয় মৌলবী সাহেবের নিকট শুনেছি যে, ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝখানে কথাবার্তা বলা মোটেই জায়েয নয়। এমনকি যারা সুন্নত পড়ে ফরযের অপেক্ষায় বসে থাকে, আগন্তুকদের তাদের সালাম করাও উচিত নয়।

উত্তর ঃ এতটুকু সত্য যে, ফরয ও সুন্নতের মাঝখানে কথাবার্তা এবং এদিক সেদিকের বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া খুবই খারাপ ও নিষিদ্ধ। বিশেষ করে ফজরের সময়। এ খুবই বরকতময় ও আল্লাহর জিকিরের উপযোগী সময়। কিন্তু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং দ্বীনের কথা ফজরের সুন্নতের পরেও জায়েয আছে। এ সময় সালাম করতে নিষেধ করা নিতান্তই মুর্খতার পরিচয়। সালামও আল্লাহর একটি জিকির। এটি পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত পড়ার পর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। নইলে তিনি নীরবে শুয়ে পড়তেন, এভাবে তিনি কাটাতেন ফরয নামাযের কথা তাকে জানানোর সময় পর্যন্ত। (বেলালের (রাযিঃ) অভ্যাস ছিল জামাআত ও তাকবীরের সময় হয়ে গেলে তিনি এসে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাতেন।) (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালিক)

হাদীছ-২ ঃ সাহ্‌ল ইবনে হানজালা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, প্রভাত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং দু'রাকাআত (ফজরের সুন্নত) পড়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নিজেদের বাহনের কোন খোঁজ খবর পেলে? (অর্থাৎ মুসলমানদের বাহনের হেফাযতকারী যে, সারা রাত পাহারা দেবার জন্য

ঘাটিতে গিয়েছিল ফিরেছে কিনা) সবাই বললেন, আমার কোন খোঁজ খবর পাইনি। এরপর নামাযের (ফরয) জন্য তাকবীর বলা হলো। (এ একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ যাতে একটি সফরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন-২৭। জোহর নামাযের পূর্বের চার রাকাআত সুন্নত যদি জামাআতের সময় হয়ে যাবার কারণে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ফরযের পর প্রথমে তা কাযা করবে না জোহরের পরের নিয়মিত দু'রাকাআত প্রথমে পড়বে?

উত্তর ঃ উভয় পদ্ধতিই জায়েয আছে তা আগে পড়ুক বা পরে। তবে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে যে, কোনটি উত্তম? অধিক নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত মত হলো নিয়মিত দু'রাকাআত প্রথমে পড়বে অতঃপর চার রাকাআত কাযা করবে।

হাদীছ্ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জোহরের চার রাকাআত পরিত্যক্ত হলে তিনি তা জোহরের পরের দু'রাকাআত সুন্নতের পর আদায় করতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-২৮। ফরজ পড়ার পর অধিকাংশ লোক নিজ জায়গা থেকে সরে সুন্নত ও নফল পড়ে থাকে। এটি শরীয়তের হুকুম না মানুষের মনগড়া?

উত্তর ঃ এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম যে, যেখানে ফরয পড়েছে সেখান থেকে কিছুটা এদিক সেদিক সরে গিয়ে সুন্নত ও নফল পড়বে- ঠিক সেখানেই পড়বে না। অবশ্য যদি ফরযের পরে কিছু কথাবার্তা বলে নিয়ে থাকে, তাহলে স্থান পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ফরয সুন্নতের মধ্যে যে পার্থক্য করা স্থান পরিবর্তনের দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, তা কথাবার্তা দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

হাদীছ-১ ঃ আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি এটা পার না যে, যখন (ফরযের পর সুন্নত ও নফল) নামায পড়, তখন কিছুটা আগে পিছে বা ডানে বামে সরে যাবে? (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, সুন্নত হলো এই যে, ইমাম নিজ জায়গা থেকে সরে সুন্নত ও নফল পড়বে। (ইবনে আবী শয়বা, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-২৯। নামাযরত ব্যক্তির সামনে চৌকি বা মাটির উপর কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকলে শোয়া ব্যক্তির কোন গোনাহ হবে কি? বা নামাযীর নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ শোয়া ব্যক্তির কোন গোনাহ হবে না, তেমনি নামাযেরও কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে শোয়ায় কোন ক্ষতি নেই, জায়েয আছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন আর আমি তাঁর ও কেবলাদিকের দেয়ালের মাঝখানে এমনভাবে শুয়ে থাকতাম যেমন জানাযা সামনে রাখা হয়, অতঃপর তিনি যখন বেতর নামায পড়তে চাইতেন, তখন আমাকেও জাগিয়ে দিতেন। আমিও তখন বেতর পড়তাম। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

[মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে বেতর নামায পড়তেন। এই সুন্নত। তবে যে ব্যক্তি শেষরাতে সজাগ হতে পারবে বলে নিশ্চিত নয় তার জন্য ঘুমানোর আগেই বেতর পড়ে নেয়া উত্তম।]

হাদীছ-২ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন, আর আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-৩০। নামাযীর সামনে দিয়ে কোন ব্যক্তি চলে গেলে নামাযীর নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কি? যদি নামাযী ব্যক্তি অতিক্রমকারীকে ইশারা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেই বাধা দান করে, তাহলে নামাযে ইশারা করার কারণে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করার কারণে নামায ফাসেদ হয় না। তবে অতিক্রমকারীর কঠিন গোনাহ হয় যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিক্রম করে। নামাযীর জন্য অনুমতি আছে ইশারা করে বা তাসবীহ পাঠ করে (সুবাহানাল্লাহ) অতিক্রমকারীকে বাঁধাদান করার। তবে এ বাধাদান করা কোন জরুরী নয়। বরং বাঁধা দিতে চাইলে অনুমতি আছে।

হাদীছ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কিছুই (সামনে দিয়ে অতিক্রম করে) নামাযকে ভঙ্গ করে না, অবশ্য সাধ্যমত অতিক্রমকারীকে বাঁধা দেওয়া উচিত (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলে বা ইশারা করে)। কেননা অতিক্রমকারী শয়তান (অর্থাৎ শয়তানের মত নামাযীর মন অস্থির করতে ও আল্লাহ থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে দিতে চায়।)

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৩১। মুসাল্লা ও জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামায পড়া কোনরূপ মাকরূহ ব্যতীত জায়েয আছে না কোন দোষ আছে?

উত্তর ঃ যদিও মাটির উপর নামায পড়ায় অধিক বিনয় প্রকাশ পায়, তথাপি জায়নামায ইত্যাদির উপরও নামায পড়া সম্পূর্ণ নির্দোষ জায়েয। সে জায়নামায কোন প্রকারের কাপড়ে তৈরী হোক বা অন্য কোন ঘাস-পাতার তৈরী হোক।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুমরা বা ছোট মুসাল্লার উপর নামায পড়তেন। (তাবরানী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন আর আমি তাঁর পাশে শোয়া থাকতাম। অথচ আমি তখন হায়েজ অবস্থায়। অনেক সময় তাঁর কাপড় (আঁচল বা চাদরের কিনারা নামাযের মধ্যে) আমার উপর পড়ে যেত। তিনি খুমরা (বা ছোট মুসাল্লার) উপর নামায পড়তেন। (আবু দাউদ, বুখারী, তাবরানী)

হাদীছ-৩ ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাই এবং দাবাগাতকৃত চামড়ার উপর নামায পড়তেন।

(আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন–৩২। কোন ব্যক্তির রাতের কোন নিয়মিত ইবাদত ও অজিফা ঘটনাক্রমে কাযা হয়ে গেলে, তার জন্য এমন কোন কৌশল আছে কি, যাতে তা আল্লাহর নিকট কাযা হিসেবে গন্য হবে না বরং আদায় রূপে বিবেচিত হবে?

উত্তর ঃ এর জন্য খুবই উত্তম কৌশল হল এই যে, পরবর্তী দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই সে ইবাদত ও অজিফা আদায় করবে। তা এমনই প্রতিক্রিয়া এবং ফল বহন করবে যেমনটি সময়মত আমল করলে হত।

হাদীছ ঃ হযরত ওরম (রাযিঃ) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে পুরো অজিফা বা কিছু অংশ পাঠ করা থেকে কারো চোখ বন্ধ হয়ে এলে সে যদি পরবর্তী দিন ফজর ও জোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তা পাঠ করে নেয় তাহলে তার ঠিক তেমনই ছওয়াব লেখা হবে যেন সে রাতেই পড়েছে।

(মুয়াত্তা, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন–৩৩। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে জিজ্ঞেস করা জায়েয আছে কি যে, আজ বিলম্ব করে বাইরে থেকে এলে কেন?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। তবে শর্ত থাকে যে, ভদ্রতার সাথে সরলভাবে জিজ্ঞেস করবে। এমন নয় যে, তার পিছনে লেগে যাবে আজ কোথায় মরেছিলে? কেন গিয়েছিলে? ইত্যাদি।

প্রশ্ন–৩৪। এশার নামাযের পর কুরআন শরীফ শোনা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ কুরআন মজিদ পাঠ, আল্লাহর জিকির, ওয়াজ নসিহত, দরস ইত্যাদি ভাল কথাবার্তা এশার পরে জায়েয আছে। কিন্তু দুনিয়াবী বাক-বিতণ্ডা, কেচ্ছা-কাহিনী এশার পরে জায়েয নয়। খুবই খারাপ।

প্রশ্ন–৩৫। স্ত্রীলোকের জন্য গায়রে মহরম পুরুষের কুরআন পাঠ শোনা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে সৎ হলে এবং কোন ফেতনার আশংকা না থাকলে জায়েয আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন এশার নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে ফিরতে দেরী হল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি আগমন করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ কোথায় দেরী হল? তিনি বললেন, এমনই একজন সুকন্ঠীর কুরআন শরীফ শুনছিলাম যার মত সুকণ্ঠ ও সুন্দর পড়া আর শুনিনি। (আয়েশা (রাযিঃ) বলেন) অতঃপর আমরা উভয়ে উঠে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যেখান থেকে তার পড়া শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সালিম, আর হুযায়ফার মাওলা (মুক্তিপ্রাপ্ত দাস)। আল্লাহর শোকর, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন নেক বান্দা সৃষ্টি করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন–৩৬। কুরআনুল কারীম বিনা ওযুতে পাঠ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ পাঠ করা জায়েয আছে, তবে স্পর্শ করা জায়েয নয়। গেলাফ থাকলে ক্ষতি নেই। তবে গোসলের প্রয়োজন হলে মুখস্থও পাঠ করা জায়েয নয়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আবু সালাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। অতঃপর ওযু ও এস্তেঞ্জা করার পূর্বেই কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াত পাঠ করলেন। (আহমদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়েই কুরআন পাঠ করতেন এবং গোশত খেতেন। জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) ছাড়া অন্য কিছুই তাঁকে কুরআন পাঠে বাঁধা সৃষ্টি করত না। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৩৭। কুরআন শরীফ পাঠরত ব্যক্তিকে কোন কারণে থামিয়ে দেয়া বা এরূপ বলা যে, ক্ষান্ত কর- জায়েয আছে কি? একটি ভালকাজের কারণে বাঁধাদান করার গোনাহগার হবে কি?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে কোন গোনাহ নেই। গোনাহ তখনই হয় যখন অপ্রয়োজনে বাঁধা দেয় এবং অন্তরে কোন বিরূপ ভাব বা বিরক্তি পোষণ করে।

হাদীছ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, কুরআন পাঠ করে আমাকে শোনাও। আমি বললাম, হযরত আপনাকে আমি কি শোনাব? আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে। (অর্থাৎ অন্যের নিকট শোনার আপনার কি প্রয়োজন আছে?) তিনি বললেন, অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনতে আমার ভাল লাগে। অতএব আমি সূরা নিসা পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে যখন আমি এ আয়াতে এলাম-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ·

তিনি বললেন, এখন ক্ষান্ত কর। আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম যে, পানি বইছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

জুম'আ ও খুতবা

প্রশ্ন-৩৮। জুম'আর দিন নখ ইত্যাদি কাটায় কোন ছওয়াব আছে কি? না এর জন্য সবদিন সমান?

উত্তর ঃ জুম'আর দিন এ কাজগুলো করা সুন্নত। অতএব জুম'আর দিনে করলে অনেক ছওয়াব ও ফযিলত হাসিল হয় অন্য দিনগুলোতে যা হয় না।

হাদীছ ঃ আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিনে নামাযে যাওয়ার পূর্বে নখ কাটতেন এবং দাড়ির মধ্য থেকে (ছোট বড় সমান করার জন্য) কয়েকটি চুল কাটতেন। (বাজজার, তাবরানী)

প্রশ্ন-৩৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ নসিহত কখনও কি মিম্বরে বসে করতেন না সব সময় খুতবা দানের মত দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করতেন?

উত্তর ঃ তিনি কখনও কখনও বসেও ওয়াজ করতেন।

হাদীছ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসলেন আর আমরা তার চারিদিকে বসে পড়লাম। (বুখারী শরীফ)

প্রশ্ন-৪০। খুতবা পড়ার সময় হাতে লাঠি বা ছুরি নেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ এটা সুন্নত। যে দেশ সন্ধির মাধ্যমে আয়ত্তে আসে সেখানে সাহাবায়ে কেরাম লাঠি বা ধনুক হাতে নিয়ে খুতবা দান করতেন এবং যে দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হত সেখানে তলোয়ার (খোলা অবস্থায় নয় বরং গেলাফের মধ্যে) হাতে নিয়ে খুতবা শোনাতেন।

হাদীছ ঃ বারা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে ধনুক বা লাঠি নিয়ে খুতবা শুনিয়েছেন। (ইবনে আবী শায়বা ও আবু দাউদ)

যাকাত বিধান

প্রশ্ন-৪১। কোন ব্যক্তি বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বা একই সাথে আগামী কয়েক বছরের যাকাত আদায় করতে চাইলে তা দিতে পারবে কি?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তির নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ মাল অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা রূপা বা সমমূল্যের মাল বর্তমান আছে সে ব্যক্তি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বরং আগামী কয়েক বছরের যাকাতও দিয়ে দিতে পারে। বর্তমান মজুদের চেয়ে অতিরিক্ত মালেরও যাকাত দিয়ে দিতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ শাওয়াল মাসে বছর পূর্ণ হয়ে যাকাত ওয়াজিব হবে। এ নেকবান্দা মুহররম মাসেই বা রজব মাসেই যাকাত দিয়ে দিতে চাইলে দিতে পারে। তেমনি আগামী কয়েক বছরের যাকাতও এ সময় আদায় করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ-কারো কাছে বিশ হাজার টাকা আছে। কোথাও থেকে তার আরো কিছু টাকা হস্তগত হওয়ার আশা আছে। যদি এ ব্যক্তি এখনই ত্রিশ হাজার টাকার যাকাত অগ্রিম আদায় করে তাহলে তাও জায়েয আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তাঁর ধারণা ছিল নেক কাজ যতই শীঘ্র করা যায়, ততই ভাল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

প্রশ্ন-৪২। যাকাত কি শুধুমাত্র নগদ টাকা ও সোনা রূপার উপরই ওয়াজিব হয়, না আর কোন প্রকারের মালেও তা বর্তায়?

উত্তর ঃ নগদ টাকা ও সোনা রূপার উপর সকল প্রকারই যাকাত ওয়াজিব হয়, তা যে কোন নিয়তেই রাখুন– ঘর তৈরীর জন্য হোক বা বিবাহের জন্য হোক। এমন কি মসজিদ তৈরীর জন্য বা হজ্ব করার নিয়্যতে রাখলেও বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব। অন্য সকল প্রকারের মালে যাকাত তখনই ওয়াজিব হয়, যখন তা শুধুমাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ এক হাজার টাকার কাঠ বা কাপড় ব্যবসায়ের জন্য রেখে দিল। তাহলে এক হাজার টাকার যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সে কাঠ যদি ঘর তৈরীর জন্য বা কাপড় যদি নিজের পরিধানের জন্য বা বিবাহ ইত্যাদির জন্য রেখে থাকে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

হাদীছ ঃ সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সে মালের যাকাত দিতে আদেশ করতেন যা আমরা ব্যবসার জন্য রাখতাম। (আবু দাউদ শরীফ)

রোযার মাসায়েল

প্রশ্ন–৪৩। রোযায় পিপাসার তীব্রতা এবং গরম ইত্যাদির কারণে শরীরে ভিজা কাপড় পেঁচান বা মাথায় বার বার পানি ঢালা মাকরূহ কিনা?

উত্তর ঃ হানাফী ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত হল এবং আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতেও রোযায় এসব জায়েয আছে, কোন প্রকার মাকরূহ নয়।

হাদীছ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা 'আরজ'-এ (স্থানের নাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তীব্র পিপাসার কারণে (অথবা গরমে) তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছিল।
(আবু দাউদ, মুয়াত্তা)

প্রশ্ন–৪৪। রোযাদার ব্যক্তির জন্য সুরমা লাগান মাকরূহ কিনা অথবা এতে রোযা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় কিনা?

উত্তর ঃ রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানোর কারণে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না। রোযা নষ্ট হয় না বা মাকরূহও হয় না। যদি সুরমা লাগানোর পরেই ঘুমিয়ে যায় বা সুরমার কালো ভাব থুথুর সাথে গলায় প্রকাশ পায় তথাপি কোনরূপ মাকরূহ হবে না।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ)

হাদীছ–২ ঃ হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযায় ইছমিদ সুরমা লাগাতেন।
(তাবরানী, বায়হাকী এবং আবু দাউদ আনাস (রাযিঃ) থেকে)

হাদীছ–৩ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করে, এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার

চোখে অসুখ। আমি কি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, ব্যবহার কর। (তিরমিযী শরীফ)

প্রশ্ন-৪৫। কোন রোযাদার ব্যক্তির জানাবাত অবস্থায় (গোসল ফরয হওয়া) সুবহে সাদিক বা ভোর হয়ে গেলে এবং অতঃপর গোসল করলে তার সেদিনের রোযা সঠিক হবে কি? নাকি রোযায় কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে রোযার কোনই ক্ষতি হয় না- স্বপ্নদর্শনের কারণে গোসল ফরয হোক বা স্ত্রী সঙ্গমের কারণে হোক। এ মাসআলা কুরআন মজিদের ইঙ্গিতে সাব্যস্ত হয়। হাদীছ শরীফেও এর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করল, আমার জানাবাত অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইচ্ছা হয় (রোযা শুদ্ধ হবে কি?) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমারও জানাবাত অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা রাখি। গোসল করে নেই, রোযাও রাখি। সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মত নন। আপনার তো পূর্বাপরের সব গোনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ আপনি এরূপ করলে কোন ক্ষতি নেই। আমাদের জন্য কি হুকুম তাই বলে দিন)। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আশা করি আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং অনুসরণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত আছি। (অর্থাৎ তোমরা এরূপ ভীত ও অবগত নও। আমি এমন কোন কাজ করতে পারি না যা আল্লাহর নিকট অপ্রিয় এবং অন্যদের জন্য নাজায়েয। বরং সবার জন্য এই হুকুম যে, রোযার কোন ক্ষতি হয় না)। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) (মহানবীর স্ত্রী) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসলের প্রয়োজন অবস্থায় (রমযানে) ভোর হয়ে যেত এবং প্রয়োজনও হত মিলনের কারণে, স্বপ্নদর্শনের কারণে নয়। অতঃপর তিনি গোসল করতেন, রোযাও রাখতেন। (সিহাহ সিত্তা)

প্রশ্ন-৪৬। রোযার মধ্যে ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে রোযা বহাল থাকে কি?

উত্তর ঃ ভুলক্রমে পানাহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য স্মরণ হলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে। মুখের মধ্যে যা কিছু থাকবে তাও ফেলে দিবে এবং রোযা সম্পূর্ণ করবে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযাদার হয় এবং ভুলবশতঃ খেয়ে বা পান করে বসে, সে ঐ রোযাটিই পূর্ণ করবে। (কেননা রোযা নষ্ট হয়নি বরং) আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৪৭। যদি কোন ব্যক্তি পান ইত্যাদি খাওয়ার জন্য আহ্বান জানায় বা দাওয়াত দিতে লাগল। এমতাবস্থায় নিজের রোযা প্রকাশ করলে রিয়া হবে কি? রোযার ছওয়াব কম হবে না তো?

উত্তর ঃ এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকাশ করার কারণে ছওয়াব কম হবে না, রিয়ার মধ্যেও সামিল হবে না। যদি নফল রোযা হয় তবে তার আপ্যায়ন ও দাওয়াতের খাতিরে ইফতার বা রোযা ভঙ্গ করাও জায়েয আছে। অবশ্য সেটির কাযা আবশ্যক হবে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ খানার প্রতি আহুত হয়, অথচ সে রোযাদার তাহলে সে বলে দিবে যে, আমি রোযাদার। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও হাফসা (হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী) রোযাদার ছিলাম। আমাদের জন্য খাবার এল। (অর্থাৎ কেউ পাঠাল) এর প্রতি আমাদের আগ্রহ হল। আমরা তা খেলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে হাফসা যিনি ছিলেন বাপের বেটি (অর্থাৎ পিতা যেমন তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন তিনিও ছিলেন তেমনি) আমার থেকে অগ্রসর হয়ে (আমার বলার পুর্বেই) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা দুজনে রোযাদার। আমাদের নিকট এমন খাবার এসেছে যার প্রতি আমরা আগ্রহী হয়েছি। (অতএব এখন কি করা উচিত?) তিনি বললেন, এর পরিবর্তে একদিন রোযা রেখে নেবে। (তিরমিযী)

হজ্জ

প্রশ্ন-৪৮। হজ্জে ছোট অবুঝ শিশু সাথে থাকলে তার হজ্জ আদায় হবে কি না এবং যেসব কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়, সেগুলো কিভাবে আদায় করা হবে?

উত্তর ঃ শিশুদেরও হজ্জ আদায় হয় এবং মাতা-পিতাও ছওয়াব লাভ করে। যে কাজগুলো সে নিজে পারে না, সেগুলো তার মাতা-পিতা আদায় করবে। যেমন তালবিয়া তার পক্ষ থেকেও পড়বে। যেখানে পাথর নিক্ষেপ করা হয় সেখানে তার পক্ষ থেকেও পাথর নিক্ষেপ করবে। তাকে কোলে নিয়ে তাওয়াফ ইত্যাদি করিয়ে দিবে। ইহরাম বাঁধবে (খুব ছোট শিশু হলে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিলেও চলবে)।

হাদীছ-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রওহায় একদল যাত্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হল। তাদের মধ্যেকার এক মহিলা একটি শিশু উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এরও কি হজ্জ হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ হবে এবং তুমি ছওয়াব লাভ করবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

হাদীছ–২ ঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ পালন করেছি। মহিলা ও শিশুরাও আমাদের সাথে ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়ে দিয়েছি, পাথর নিক্ষেপও করে দিয়েছি।
(ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

হাদীছ–৩ ঃ সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাকেও হজ্জ করিয়েছিলেন, তখন আমার বয়স সাত বছর ছিল। (বুখারী ও তিরমিযী)

প্রশ্ন–৪৯। এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। আবার তার উপর ঋণও রয়েছে। টাকা এ পরিমাণ যে মাত্র একটি কাজ হতে পারে– করজ আদায় হতে পারে বা হজ্জ আদায় হতে পারে। এমতাবস্থায় শরীয়ত মতে সে কোনটিকে প্রাধান্য দিবে?

উত্তর ঃ প্রথমে করজ আদায় করা উচিত। পরে সামর্থ হলে হজ্জও অবশ্যই আদায় করবে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর হজ্জও ফরয হয়েছে আবার আমার উপর করজও আছে। (সম্পদ এ পরিমাণ নয় যাতে উভয়টি আদায় হতে পারে। অতএব বলে দিন কোনটি প্রথমে করব) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, করজ আদায় কর। (রযীন)

প্রশ্ন–৫০। এক ব্যক্তি তার পিতা–মাতার জীবদ্দশায় অবাধ্য আচরণ করে তাঁদের কষ্ট দিত। তাঁদের মৃত্যুর পর সে লজ্জিত হল। এমন কোন উপায় আছে কি যাতে তাঁরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং সে অবাধ্যরূপে আর গণ্য হবে না?

উত্তর ঃ এর উপায় এই যে, তাঁদের পক্ষ থেকে ছদকা খয়রাত করে ছওয়াব পৌছাবে এবং তাঁদের মাগফেরাতের জন্য দু'আ করবে। কোন করজ রেখে গেলে তা আদায় করে দেবে। সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেবে। এ সবের খবর যখন তাঁদের নিকট সে জগতে পৌছবে তখন তাঁরা আপনিই সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দফতরে তার নাম বাধ্যগত সন্তানদের তালিকায় স্থান পাবে।

হাদীছ ঃ হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মাতাপিতার যে কোন একজনের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে (এবং তার সন্তানও ছওয়াব লাভ করবে)। যার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা হবে। আসমানে তার রুহকে সুসংবাদ দেয়া হবে এবং আল্লাহর নিকট বাধ্যগত সন্তানদের মধ্যে তার নাম লেখা হবে যদিও সে অবাধ্য ছিল। (রযীন)

প্রশ্ন–৫১। কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় কোন বিশেষ অজিফা ও দু'আ পাঠ করা প্রয়োজন কিনা?

উত্তর ঃ কোন যিকির ও দু'আ পাঠ করা জরুরী নয়। যদি সম্পূর্ণ নীরবে তাওয়াফ করে তা হলেও আদায় হয়ে যাবে। বিশেষ কোন দো'আও জরুরী নয়। অবশ্য মুস্তাহাব ও

সুন্নত হল এই বরকতময় অবস্থায় কিছু না কিছু আল্লাহর যিকির ও দু'আ ইত্যাদি মুখে চালু রাখবে।

তাওয়াফের সময় এ দু'আ পাঠ করা সুন্নত।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হাদীছ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওয়াফরত অবস্থায় দুরোকনের মাঝখানে পাঠ করতে শুনেছি। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন-৫২। এক ব্যক্তির মন কাবাঘরে প্রবেশ করতে ও নামায পড়তে চায়। কিন্তু মানুষ প্রবেশ করতে দেয় না বা সুযোগ পায় না, তাহলে সে কি করবে?

উত্তর ঃ কাবা ঘরের উত্তর দেওয়ালের সমান্তরালে আরেকটি দেওয়াল আছে। এই দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে কাবা ঘরের ছাদের পানি পড়ে। এর নাম মীযাবে রহমত। এ দু দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করা ও নামায পড়ার ঠিক তেমনই ছওয়াব যেমনটি কাবা ঘরের ভিতরে ইবাদত করার ও প্রবেশ করার। একে হাতীম এবং হিজর বলা হয়।

কাবা শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে কাবাঘর নির্মাণ করেন ফেরেশতারা। কিন্তু কালক্রমে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক হযরত আদম (আঃ) তা নির্মাণ করেন। তাঁর সন্তানেরা এর মেরামত করে যেতে থাকেন। নূহ (আঃ)-এর সময়ের প্লাবনে এটি ডুবে যায় এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদেশ করলে তিনি নিজপুত্র ইসমাইল (আঃ)কে সাথে নিয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাধা করেন। এরপর লোকেরা তা মেরামত করে যেতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর, তখন একদিন লোকেরা খোশবু জ্বালাচ্ছিল। হঠাৎ পর্দায় আগুন লেগে যায়। এতে কাবা শরীফ পুড়ে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, একটি কবুতর বসলেও পাথর পড়ে যেতে লাগল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোত্র অর্থাৎ কুরাইশরা হালাল মালের চাঁদা সংগ্রহ করে কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ শুরু করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ নির্মাণ কাজে শরীক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কাঁধে পাথর বহনের ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নরম ও নাজুক কাঁধে ব্যথা লাগছিল দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, লুঙ্গি খুলে কাঁধে দাও। (ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা উলঙ্গ হওয়াকে কিছুই খারাপ মনে করত না) তিনি এরূপ করতেই তৎক্ষণাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দুটি আসমানের দিকে খোলা ছিল। হুঁশ ফিরলে তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও, আমার লুঙ্গি দাও। এ ঘটনার পর তিনি আর কখনও লুঙ্গি খোলেননি। কাবা শরীফের এ নির্মাণের সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেধার ও ধীশক্তির ঘটনাও প্রসিদ্ধ আছে যে, হজরে আসওয়াদটিকে যথাস্থানে স্থাপন নিয়ে কুরাইশ গোত্রের নেতারা যখন পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলো এবং এ মোবারক খেদমতটির জন্য প্রত্যেকে আকাংখী হলো তখন

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার মন কাবা ঘরে প্রবেশ করতে ও তার মধ্যে নামায পড়তে চাইছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হিজরে (অর্থাৎ হাতীমে যেখানে উভয় দেওয়ালের মধ্যবর্তী হয়ে কাবা শরীফের ছাদের পানি পড়ে) প্রবেশ করালেন এবং বললেন, যদি কাবা ঘরে প্রবেশের আকাংখা হয় তাহলে এখানেই নামায পড়ে নিও। কেননা এ কাবারই একটি অংশ। তোমার সম্প্রদায় (অর্থাৎ কুরাইশ) যখন কাবা ঘর নির্মাণের সময় খরচের অপ্রতুলতা দেখা দিল, তখন এ স্থানটিকে বাইতুল্লাহ থেকে পৃথক করে দিয়েছিল।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

বিবাহ শাদী

প্রশ্ন-৫৩। বিবাহে কোন ছওয়াব আছে কি? নাকি এ দুনিয়ার ঐ সকল কাজের অন্তর্গত যাতে কোন ছওয়াব বা আযাব নেই?

পরিশেষে তারা বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরণাপন্ন হলো। কারণ নবুওয়াতের পূর্বেও তিনি সৎ, বিশ্বস্ত ও মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি পাথরটি একটি বড় চাদরে রেখে সবাইকে তার কোণা ধরে চলতে বললেন। পাথরসহ চাদরখানা কাবা ঘরের দেওয়ালের নিকট পৌছলে তিনি বললেন, আপনারা সবাই আমাকে আপনাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। তাহলে আমার রাখাই আপনাদের সবার রাখা বলে গণ্য হবে। তা-ই করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা পাথরটিকে নিজ হাবীবের হাতেই যথাস্থানে স্থাপিত করালেন। নির্মাণ কাজ করতে করতে হালাল মালের চাঁদা শেষ হয়ে গেল। মালপত্র সব মজুদ ছিল। কিন্তু ছাদ তৈরীর পাথর ইত্যাদি কম পড়ল। তখন কুরাইশরা পরামর্শ করে কাবা ঘরের কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে ঘরটিকে ছোট করল এবং আরেকটি দেওয়াল তুলে সে পর্যন্ত ছাদ করে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করল। কাবা ঘরের পরিত্যক্ত দেওয়াল ও মূল দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানটিকে হাতীম ও হিজর বলা হয়। এ স্থানেই কাবা ঘরের ছাদের পানি পড়ে। হাতীমকেও কিছু কিছু হুকুমের দিক দিয়ে কাবা ঘরের সমপর্যায় বলে মনে করা হয়ে থাকে। সে কারণে তাওয়াফ করার সময় এর বাইরে থেকে তাওয়াফ করতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযিঃ) কাবা ঘর সংস্কার করে পূর্ণ করেন এবং পরিত্যক্ত স্থানটুকু কাবা ঘরে শামিল করে দেন। তিনি কাবা ঘরকে ঠিক ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়কার অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। হিজরী ৭৩ সালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে (রাযিঃ) শহীদ করে এবং তাঁর বিরোধীতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে কাবা ঘর পূর্বের ন্যায় তৈরী করে এবং পরিত্যক্ত স্থানটুকু আবার বাইরে রেখে দেয়। তারপর হারুনুর রশীদের সময়ে বিষয়টি আলোচিত হলো এবং ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কাবা ঘরকে এমতাবস্থায় রেখে দেয়া হবে না ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর স্থাপন করা হবে? জবাবে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছিলেন যে, যদি এরূপ করা হয়, তাহলে প্রত্যেক শাসক তার মর্জিমত তৈরী করতে থাকবে। অতএব, সে অবস্থায়ই রেখে দেয়া হয়।

উত্তর ঃ বিবাহ খুবই প্রিয় ও সুন্নত আমল এবং ছওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। তিনি এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এর দ্বারা অনেক গোনাহের আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়। অবশ্য বিবাহ শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার জন্য না হওয়া উচিত। বরং সুন্নত আদায় ও সতীত্ব রক্ষা ও সংযমের নিয়্যত থাকা উচিত। বিবাহ তো একটি আকর্ষণীয় সুন্নত কাজ। দুনিয়ার যে সকল কাজ নিছক মোবাহ তাও ভাল নিয়্যত ও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করলে তাতে ছওয়াব পাওয়া যায়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে তার বিবাহ করা উচিত। কেননা এ দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থান (গোনাহ ও হারাম থেকে) রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তির সামর্থ না হয় (অর্থাৎ মোহর ইত্যাদির ক্ষমতা নেই) তার রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা রোযা রাখা তার জন্য খাসী হওয়া স্বরূপ। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদের সাহায্য করা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এক, আল্লাহর পথে জিহাদকারী; দুই, ঐ মোকাতাব (আজাদীর জন্য মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস) যে আদায়ের ইচ্ছা রাখে; তিন, ঐ বিবাহকারী, যে পরহেযগারীর (ও গোনাহ থেকে বিরত থাকার) নিয়্যত রাখে। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-৩ ঃ হযরত আবু আউয়ুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, চারটি বিষয় নবীগণের সুন্নত– লজ্জাবোধ করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা। (তিরমিযী)

প্রশ্ন-৫৪। বিবাহ বন্ধনের সময় অনেক জায়গায় কিছু পরিমাণ খোরমা ছড়িয়ে দেবার প্রচলন আছে। এভাবে ছড়িয়ে দেয়া এবং এরূপ খোরমা নেওয়া ঠিক কি না?

উত্তর ঃ এ কাজ জায়েয ও সুন্নত। এরূপ খোরমা লুফে নেওয়ায় কোন ক্ষতি বা দোষ নেই। অবশ্য যদি মানুষের কষ্ট বা পড়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে এরূপ না করা উচিত।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো বিবাহ দিতেন বা নিজে বিবাহ করতেন তখন খোরমা ছড়িয়ে দিতেন (অর্থাৎ ছুঁড়ে ছিটিয়ে দিতেন)। (বায়হাকী)

প্রশ্ন-৫৫। বিবাহ এবং অন্যান্য আনন্দ উৎসবের সময় মোবারকবাদ জানানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ এ ধরনের স্থানে এবং আনন্দে মোবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব ও মসনুন।

প্রশ্ন-৫৬। আনন্দের সংবাদ বহনকারীকে কোন পুরস্কার দেয়া জায়েয না নিষেধ?

উত্তর ঃ জায়েয আছে বরং সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পুত্র ইবরাহিমের জন্মের সুখবর শোনানোর পুরস্কার হিসাবে আবু রাফে (রাযিঃ)কে একটি দাস ও কিছু কাপড় দান করেছিলেন।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আকীল ইবনে আবী তালেব (আলী (রাযিঃ) এর ভাই) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন বিবাহ করবে, তখন তাকে এই বলে দু'আ করবে-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণ দান করুন এবং উভয়ের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐক্য বজায় রাখুন।

হাদীছ-২ ঃ হযরত কাব ইবনে মালেক (রাযিঃ) (তার তওবা কবুল হওয়ার দীর্ঘ ঘটনার মধ্যে) বলেন, আমি একজনকে চীৎকার করে বলতে শুনলাম, হে কাব! তোমার সুসংবাদ। আমি যার শব্দ শুনেছিলাম সে ব্যক্তি আমার নিকটে এলে আমি আমার কাপড় খুলে (পুরস্কার হিসেবে) তাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর শপথ সেদিন আমার নিকট ঐ ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। অতএব, আমি অন্যের কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আরও অনেক সাহাবী বসা ছিলেন। আমাকে দেখে তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ দৌড়ে উঠলেন এবং মোসাফাহা করলেন ও মোবারকবাদ দিলেন।

(বুখারী, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-৫৭। বিবাহ শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দেয়া এবং কন্যাকে কিছু উপহার দেয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ এ কাজ সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা যয়নব (রাযিঃ)কে একটি হার এবং ফাতেমা (রাযিঃ)কে চাদর, বালিশ, মশক, চাক্কি ইত্যাদি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। অবশ্য ভিত্তিহীন প্রথাসমূহের পালন বা অনর্থক ব্যয় করা এবং গর্ব ও প্রসিদ্ধির জন্য এসব কাজ করা নিষেধ ও নিন্দনীয়।

হাদীছ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, ফাতেমাকে আলীর নিকট রুখসতির জন্য তাঁর সামগ্রী প্রস্তুত করে দাও। আমরা বাতহা খালের কিনারের নরম মাটি দিয়ে বাড়ী ঘর লেপ দিলাম এবং নিজের হাতে ধুনে দুটি বালিশে খেজুরের ছাল ভরে দিলাম। অতঃপর তারা খোরমা ও মিষ্টি পানি পান করল। ঘরের এক কোণে একটি কাঠ লাগিয়ে দিলাম যাতে কাপড় রাখা যাবে এবং মশক ঝুলানো হবে। (উম্মে সালমা (রাযিঃ) বলেন) আমরা এর চেয়ে উত্তম বিবাহ আর দেখিনি (অর্থাৎ বরকতময় ও অকৃত্রিম সাদামাঠা)।

(ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৫৮। যদি কারো দু'তিন স্ত্রী থাকে এবং তাদের কেউ নিজের পালা (অর্থাৎ রাত যাপনের পালা) অন্য স্ত্রীকে দান করে, তাহলে এ দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ জোর যবরদস্তি ব্যতীত সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে নিজের পালা অন্যকে দান করলে তা শুদ্ধ হবে। এবং এমতাবস্থায় পুরুষ যদি তার পালার সময়ও অন্য স্ত্রীর নিকট রাত্রি যাপন করে, তাহলে তার কোন গোনাহ্ হবে না। কেননা যার হক ছিল সেই অন্যকে দান করেছে। তবে হ্যাঁ, স্ত্রীর এ হক রয়েছে যে, সে যখনই ইচ্ছা নিজের দান করা অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। অর্থাৎ এখন থেকে সামনের পালা আমি তাকে দিব না। আমার নম্বরে আমার নিকটেই থাকবে।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, সাওদা (রাযিঃ) যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পালা আয়েশাকে দিয়ে দিলাম। (এরপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযিঃ)-এর নিকট দুদিন লাগাতেন, একটি আয়েশার নিজের দিন এবং একটি সাওদা (রাযিঃ) দিন। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন-৫৯। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর নিকট স্বামীর শোয়া ও তার শরীরে হাত লাগানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ হায়েজের দিনগুলোতে শুধুমাত্র সঙ্গম করা নাজায়েজ। নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত শরীর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শরীর স্পর্শ করা, তার সাথে শোয়া, শরীর মেলানো সবই জায়েয।

হাদীছ-১ ঃ হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কাজ হালাল? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার পাজামা বেঁধে নিয়ে উপরের শরীরে তোমার যা ইচ্ছা কর। (মুয়াত্তা)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবারা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কি আচরণ করা উচিত? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর (অর্থাৎ শোয়া, বসা, চুমা পানাহার ইত্যাদি সব কিছু জায়েয আছে। এ একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ)।

(মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৬০। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এতে কোন ছওয়াব আছে কিনা?

উত্তর ঃ নিশ্চয় ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলা সুন্নত ও মোস্তাহাব।

হাদীছ ঃ হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যখন ফাতেমার গর্ভ থেকে আলী (রাযিঃ)-এর পুত্র হাসান (রাযিঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি তার কানে নামাযের আযান পাঠ করলেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক আযানই যা নামাযের জন্য দেয়া হয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

প্রশ্ন–৬১। ছেলের আকীকার জন্য একটি ছাগলেও কি যথেষ্ট হয়, না দু'টি পশু ও উহা পুরুষ হওয়া জরুরী?

উত্তর ঃ ছেলের আকীকার জন্য পশু পুরুষ হওয়া জরুরী বা নির্ধারিত নয়। পুরুষ মাদী সমান। অবশ্য ছেলের আকীকায় উত্তম হলো দুটি পশু হওয়া। যদি একটিও জবাই করে দেওয়া হয় তাহলেও যথেষ্ট হবে এবং আকীকার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

হাদীছ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকায় একটি ছাগল যবাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে ফাতেমা, শিশুর মাথা মুণ্ডিয়ে দাও এবং তার সমান ওজনের রূপা সদকা কর। (আলী (রাযিঃ) বলেন) আমরা হাসানের চুলের ওজন করলাম। ওজন ছিল এক দেরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম। (তিরমিযি)

প্রশ্ন–৬২। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কত দিনের মধ্যে আকীকা হওয়া উচিত? যুবক বয়সেও আকীকা হয় কি না? শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকীকা নিজেই করেছিলেন?

উত্তর ঃ সর্বোত্তম হলো সপ্তম দিনে। নইলে ১৪তম দিনে বা ২১তম দিনে করা যাবে। এরপর সাত সপ্তাহ বা সাত মাস সাত বছর পর আদায় করলে আকীকার সুন্নত ও ফযিলত আদায় হয় না, যদিও মুসলমানদের খাওয়ানোর ছওয়াব তখনও পাওয়া যাবে। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের আকীকা করার বর্ণনা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ ঃ হযরত বারীদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আকীকার পশু সপ্তম দিনে জবাই করতে হবে অথবা ১৪তম দিনে বা ২১তম দিনে। (তাবরানী)

প্রশ্ন–৬৩। অবৈধ সন্তানের উপর তার মাতা পিতার কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া ও গোনাহ থাকবে কি? আমরা শুনে থাকি অবৈধ সন্তান নাকি মাতা পিতার সাথে দোযখে যাবে।

উত্তর ঃ ঐ হতভাগা নিরপরাধের কোন গোনাহ হবে না। অবশ্য সে তার মাতা পিতার সাথে দোযখে তখনই যাবে যদি সে তাদের মত কুকর্ম করে এবং তওবা না করে। তার পিছনে নামায মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধানকারী ও অভিভাবক থাকে না। তারা একেবারে মূর্খ ও অজ্ঞ থেকে যায়। তাছাড়া সাধারণভাবে সম্ভবতঃ তার প্রতি কিছু এমন তাচ্ছিল্য অমর্যাদা ও ঘৃণার উদ্রেক হয় যে, তার ইমামতি সবার নিকট অপছন্দ হয়। এসব কারণেই শরীয়তে তার ইমামতি মাকরূহ বলা হয়েছে। তার কোন অপরাধের কারণে নয়।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবৈধ সন্তানের উপর তার মাতাপিতার গোনাহের কোনই বোঝা থাকে না। (হাকিম)

প্রশ্ন-৬৪। আমরা ওয়াজে শুনেছি গোপনীয়তার খাতিরে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতে তার পিতার নামের সাথে ডাকবেন না, তার মাতার নামের সাথে ডাকবেন (যেমন হামিদ জয়নাবের পুত্র)।

উত্তর ঃ এ ঠিক নয়। বরং প্রত্যেকের নামের সাথে তার পিতার নাম নিয়ে ডাকা হবে। (যেমন সাঈদের পুত্র হামিদ) তবে হ্যাঁ গোপনীয়তা এভাবে হবে যে, কিছু কিছু গোনাহগারকে রহমতের আশ্রয়ে নিয়ে তাদের থেকে শুধু মাত্র গোনাহের স্বীকারোক্তি করিয়ে মাফ করে দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে কেউ জানতে পারবে না যে, সে কি গোনাহ করেছিল এবং কিভাবে মুক্তি পেল।

হাদীছ ঃ হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজেদের ও নিজেদের পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব নিজের প্রিয়জনের ভাল নাম রাখ। (আবু দাউদ, আহমদ)

প্রশ্ন-৬৫। কারো নাম অসুন্দর ও অনুপযুক্ত হলে তা পরিবর্তন করে ফেলা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। বরং মুস্তাহাব ও সুন্নত হলো তা পরিবর্তন করা।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুন্দর নাম পরিবর্তন করে দিতেন। (তিরমিযী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বোনের আসিয়া নাম পরিবর্তন করে দিলেন এবং বললেন তোমার নাম জামিলা। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন-৬৬। ঘোড়া, বলদ, গাভী ইত্যাদির নামকরণ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জায়েয ও সঠিক।

হাদীছ-১ ঃ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঘোড়া আমাদের বাগানে থাকত তাকে 'লাখীফ' বলা হত। (বুখারী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত জাফর ইবনে মোহাম্মাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনির নাম ছিল 'আযবা' (তাকে কাসওয়াও বলা হত) এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খচ্চরের নাম ছিল শাহবা, গাধার নামছিল য়া'ফুর এবং তাঁর বাঁদীর নাম ছিল হাযরা। (বায়হাকী)

খাদ্য, হালাল-হারাম ইত্যাদি

প্রশ্ন-৬৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজের হাতে জবাই করেছেন কি? তিনি যেহেতু মূর্ত দয়া ছিলেন সেজন্য সম্ভবতঃ তিনি নিজের হাতে কখনও জবাই না করে থাকবেন। তিনি কখনও উটের গোশত খেয়েছেন কি?

উত্তর ঃ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীছের দ্বারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উট ও ছাগল জবাই করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর নামে জবাই হয়ে যাওয়া এবং বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে জবাই হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণতঃ রহমত। কবির ভাষায়ঃ প্রেমাস্পদের নিকট প্রাণ সঁপে দাও নইলে যমেই তা নিয়ে যাবে। হে হৃদয় তুমি নিজেই বিচার কর এটি ভাল না ওটি? এ কারণেই জবাই এর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উটগুলো জবাই করছিলেন, তখন প্রতিটি উট অগ্রসর হয়ে চাইছিল যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকেই প্রথমে জবাই করুন। উটের গোশত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেয়েছেন। একবার তিনি নিজ বাঁদী বারীরা (রাযিঃ)-এর ঘরে গরুর গোশতও খেয়েছেন।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জের সময়) ৬০টি উট দাড়ানো অবস্থায় নিজের হাতে জবাই করেছেন এবং মদীনাতে বড় শিংওয়ালা সাদা কালো মিশ্রিত রঙ্গের দুটি ছাগল কুরবানী করেছেন। তিনি কোরবানী করে যাচ্ছিলেন (এবং তাকবীর ও বিসমিল্লাহ পড়ে যাচ্ছিলেন) আর সেগুলোর পাজরের উপর পা রেখেছিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুয়াত্তা)

হাদীছ–২ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নিজের কোরবানী (দুম্বা) নিজ হাতে জবাই করতেন এবং নিজ পা তার পাঁজরের উপর রাখতেন।

(বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

হাদীছ–৩ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) হজ্জের বিস্তারিত ঘটনার দীর্ঘ হাদীছের মধ্যে এও বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাই করার স্থানে এলেন এবং (সর্বমোট একশতটির) তেষট্টিটি নিজ হাতে জবাই করলেন। অতঃপর আলী (রাযিঃ)কে উটগুলো দিয়ে দিলেন। তিনি অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে নিজ কোরবানীতে শরীক করে নিলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করলেন প্রতিটি উট থেকে গোশতের টুকরো কেটে নিয়ে হাড়িতে করে পাকানো হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আলী (রাযিঃ) সেখান থেকে গোশত খেলেন এবং শুরবাও পান করলেন। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্ন–৬৮। কোন কোন ব্যক্তি শিকারী কুকুর ছেড়ে দিয়ে শিকার করায়। এর শিকার করা পশু খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ যে কুকুর প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং পোষ মানিয়ে এমন করা হয়েছে যে, শিকারকে মেরে নিয়ে আসে বা ফেলে দেয় এবং তা থেকে নিজে না খায় (তিনবার পরীক্ষা করে যদি এরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য

করা হবে)। এরূপ কুকুরকে যদি শিকারের প্রতি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে যে পশু ধরে নিয়ে আসবে বা মেরে ফেলবে তা খাওয়া হালাল হবে। জবাই করার সুযোগ না পেলেও এবং জীবিত না পাওয়া গেলেও। কিন্তু যে শিকার থেকে কুকুর নিজে খেয়েছে তা খাওয়া হালাল হবে না এবং পরবর্তী কালের জন্য এ কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গন্য হবে না। তার মারা পশু হালাল হবে না। পরবর্তীতে আবার তিনবার পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে যদি একটি প্রশিক্ষণহীন কুকুর বা বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে না দেওয়া কুকুর যোগ দেয় তাহলেও তার মারা শিকার হালাল হবে না।

হাদীছ ঃ হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন মানুষ যে, এসব কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। অতএব আপনি বলে দিন এসবের মধ্যে কোনটি হালাল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দিবে এবং ছেড়ে দেয়ার সময় আল্লাহর নাম নিবে, তখন সে তোমাদের জন্য যা রেখে দিবে তা তোমরা আহার করবে (অর্থাৎ যা থেকে সে নিজে খায়নি)। কিন্তু যদি কুকুর নিজে খায় তাহলে তোমরা খাবে না। (কেননা আমার সন্দেহ হয় যে) সে এটি নিজের জন্য রেখে দিয়ে থাকবে। আর যদি তার সাথে আরেকটি কুকুর মিলিত হয়, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় বা আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়ে দেয়া নয়) তাহলেও খাবে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

প্রশ্ন–৬৯। কোন জীবিত পশুর লেজ, কান, চাকতি (দুম্বার পিছনে লেগে থাকে) টুকরো কেটে খাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ সম্পূর্ণ হারাম ও নাপাক। কোন মতেই খাওয়া ঠিক নয়।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, জীবিত পশুর যে অঙ্গ কেটে ফেলা হয় তা সম্পূর্ণরূপে মৃত।

(ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন–৭০। খরগোশ হালাল কিনা? শুনেছি এর নাকি স্ত্রীলোকের মত হায়েজ আসে সে কারণে তা হারাম?

উত্তর ঃ নিশ্চয় তা হারাম হওয়ার পক্ষে কোন আলেমের মত রয়েছে? তবে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে স্ত্রীলোকের মত হায়েজ হলেও তা হালাল।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা মাররুজ্জাহরান (স্থানের নাম) এ একটি খরগোশ তাড়া করলাম (অর্থাৎ শিকার করার জন্য ভয় দেখিয়ে উঠলাম) এবং লোকেরা তাকে ধাওয়া করল। কিন্তু সবাই পরাজিত হল (অর্থাৎ কেউ ধরতে পারল না) আর আমি ধরে ফেললাম। আবু তালহার নিকট নিয়ে এলে তিনি সেটি জবাই করলেন। (রান্নার পর) তার একটি পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে পাঠালেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটি গ্রহণ করলেন (এবং আহার করলেন)। (বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ ঃ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি দুটি খরগোশ শিকার করে পাথর দিয়ে জবাই করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তা খেতে নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন-৭১। কোন পশু যেমন গাভী, ছাগী, ইত্যাদি জবাই করার পর যদি তার পেট থেকে বাচ্চা পাওয়া যায়, তাহলে তা কি করা উচিত?

উত্তর ঃ যদি জীবিত পাওয়া যায়, তাহলে সেটিও জবাই করে খেয়ে নেয়া জায়েয ও হালাল। আর যদি মৃত হয় তাহলে সেটি হারাম। তা ফেলে দিতে হবে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা উট, গাভী, ছাগল জবাই করি (কখনো কখনো) তার পেটে বাচ্চা পাই। সে বাচ্চা ফেলে দেব, না খেযে নেব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি মনে চায় তাহলে খেয়ে নিও। কেননা সেটি জবাই করার ওই পদ্ধতি যা তার মায়ের জবাই করার। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন-৭২। শিকারী কুকুর রাখলেও কি কুকুর পোষার গোনাহ হবে? বাড়ি ইত্যাদি পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পোষা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ শিকারের জন্য এবং বাড়ি, বাগান, ফসল জন্তু ইত্যাদি পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর রাখার অনুমতি আছে। এতে কোন গোনাহ নেই।

হাদীছ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার আমলের ছওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কীরাত (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) করে কমে যায়। কিন্তু পালিত পশু বা ফসলের হেফাযত এবং শিকারের জন্য যে কুকুর রাখা হয়, তাতে এ গোনাহ ও অনিষ্ট নয়, তা জায়েয। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

প্রশ্ন-৭৩। স্ত্রী লোকের হাতের জবাই করা গোশত হালাল না হারাম?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে হালাল। জবাইয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রীর কোন পার্থক্য নেই। (হায়েজ অবস্থায় জবাই করলেও কোন ক্ষতি নেই)

হাদীছ ঃ হযরত কাব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক মহিলা পাথর দিয়ে ছাগল জবাই করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তা হালাল রয়েছে না হারাম হয়ে গেছে? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা খেতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও মুরগীর গোশত খেয়েছেন বলে প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে প্রমাণ আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি। (বুখারী, মুসলিম)

প্রশ্ন-৭৫। ঘি বা তেলের বোতলে ইঁদুর মারা গেলে নাপাক হয় কিনা এবং তা কি করা উচিত?

উত্তর ঃ ঘি যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে যেখানে ইঁদুরটি পড়েছে সেখান থেকে এবং তার পাশ থেকে কিছুটা তুলে ফেলে দেবে। অবশিষ্ট ঘি পাক ও তা ব্যবহার করা জায়েয। তেল এবং গলিত ঘি ইঁদুর পড়ার কারণে সম্পূর্ণ নাপাক হয়ে যায়। তা খাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু বাড়িতে তা দিয়ে বাতি জালানোর কাজে ব্যবহার করা জায়েয। মসজিদে তা জালানো জায়েয নয়।

হাদীছ ঃ হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, ঘিতে যে ইঁদুর পড়ে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (যদি জমাট বাধা হয়) ইঁদুরটি এবং তার চারপাশের ঘি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খেয়ে নিও। আর যদি গলিত হয় তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ো না। (অর্থাৎ তা নাপাক সুতরাং তা ব্যবহার করবে না)।

(বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুয়াত্তা)

প্রশ্ন-৭৬। হিন্দু, খৃস্টান ইত্যাদি অমুসলিমের পাত্রে যাতে তারা অভদ্রতার সাথে পানাহার করে এবং কখনো নাপাক বস্তুও রান্না করে তা মুসলমানের জন্য ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনের সময় তাতে খাবার রান্না করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ এ ধরনের পাত্র ব্যবহারের খুব প্রয়োজন পড়লে ভালভাবে পরিস্কার করে ফেললে তা ব্যবহার করা এবং তাতে খাবার রান্না করা সবকিছুই জায়েয ও ঠিক হবে। যেসব পাত্রে তারা নাপাক বস্তু রান্না করে না, সেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন না হলেও ব্যবহার করা জায়েয আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু ছা'লাবা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, আমরা মুশরিকদের হাড়িতে খাবার রান্না করি। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রান্না করো না। আমি আরয করাম, যদি খুব প্রয়োজন পড়ে এবং অন্য কোন উপায় না থাকে, তখন কি করব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এমতাবস্থায় সেগুলো ভাল করে পরিস্কার করে নেবে, অতঃপর তাতে রান্না করে খাবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৭৭। পিতল, কাঁসা, চীনামাটি ও কাঁচের পাত্র ব্যবহার করা ও তাতে খাওয়া বা ওযু করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ জায়েয ও দুরস্ত আছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় পিতলের বাটিতে গোসল করতাম। (আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে শুভাগমন করলে আমরা তাঁর জন্য একটি পিতলের বাটি বের করলাম। তিনি তা থেকে ওযু করলেন। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, বুখারী)

হাদীছ–৩ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি কাঁচের বাটি ছিল, তাতে তিনি (পানি, দুধ ইত্যাদি) পান করতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন–৭৮। হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীলোকের হাতের রান্না বা তার উচ্ছিষ্ট খাওয়া এবং তার সাথে পানাহার করা হালাল ও জায়েয আছে কি-না এবং তার হাত মুখ পাক থাকে কি না?

উত্তর ঃ তার সাথে খাওয়া ও তার খাওয়ার পর অবশিস্ট খাবার খাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। তার রান্না খাওয়া জায়েয ও পাক। তার হাত, শরীর ইত্যাদি নাপাক হয় না। তবে যেস্থানে কোন প্রকাশ্য নাপাকী (রক্ত ইত্যাদি) লেগে যায় সেস্থান নাপাক হয়ে যাবে।

হাদীছ–১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি হায়েজ অবস্থায় একটি পাত্রে (দুধ, পানি ইত্যাদি) পান করে সেটিই (অবশিষ্ট) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখের স্থানেই নিজ মুখ লাগাতেন এবং পান করতেন যাতে বুঝা যায় যে, হায়েজওয়ালী মহিলার মুখ নাপাক ও অপবিত্র হয় না।

(মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ–২ ঃ শুরায়হ ইবনে হানী হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে প্রশ্ন করেন, হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর সাথে আহার করতে পারে কি? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, হ্যাঁ পারে। আমি ঋতুবতী হতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার সাথে খাওয়াতেন। (নাসাঈ)

হাদীছ–৩ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঋতুবতী মহিলার সাথে একত্রে খাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, (কোন ক্ষতি নেই) তার সাথে খেয়ো। (তিরমিযী)

হাদীছ–৪ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি হায়েজ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা ধুয়ে দিতাম।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মুয়াত্তা)

প্রশ্ন–৭৯। গরম গরম খাওয়া অনেকে নিষেধ করে। কিছু কিছু খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে একেবারে বিস্বাদ ও খারাপ হয়ে যায়।

উত্তর ঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরম খেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন– এতে বরকত হয় না। কিন্তু এ নিষেধ তখন হবে যখন খাবার খুব গরম থাকে এবং উত্তাপের প্রচন্ডতা দূর না হয়। এতে পেট এমনকি হাত মুখেরও ক্ষতি হয়। এ ছাড়া স্বাভাবিক গরম যা খাওয়া হয়, এ নিষেধ নয়। যেসব জিনিস গরম খাওয়া উপকার ও স্বাদ রয়েছে সেগুলো গরম অবস্থায় খাওয়াও জায়েয আছে– যেমন চা, কফি ইত্যাদি।

হাদীছ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গরম গরম খাবার আনা হল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা খেলেন এবং খাওয়ার পর আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, অনেকদিন ধরে গরম খাবার খাওয়া হয়নি। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৮০। খাওয়ার পর খেলাল করা লোকে ছওয়াবের কাজ বলে। একি ঠিক না ভুল?

উত্তর ঃ অবশ্যই ছওয়াবের কাজ ও মুস্তাহাব। তবে মানুষের সামনে অভদ্রতার সাথে খেলাল করা ও থুথু ফেলা মাকরূহ। ঠিক তেমনি মেসওয়াক করে অন্যদের সামনে রক্ত বহানো যা তাদের নিকট ঘৃন্য মনে হয়, মাকরূহ ও নিন্দনীয়। এ মাসআলাটি বড় বড় মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন।

হাদীছ ঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) ও হযরত আতা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা ওযুতে এবং খাওয়ার পর খেলাল করে, তারা উত্তম। (তাবরানী, আহমদ)

প্রশ্ন-৮১। দু'চার মাস বা সারা বছরের জন্য পরিবার পোষ্যদের খোরাকীর শস্য একবারে কিনে ফেলা মাকরূহ বা তাওয়াক্কুলের খেলাফ কিনা?

উত্তর ঃ কখনই নয়। এ ধরনের সঞ্চয় কোনরূপ মাকরূহ বা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি স্ত্রীকে প্রত্যেক বছর খয়বরের ফসল থেকে আশি ওয়াসাক (প্রতি ওয়াসাক প্রায় ২২৫ কেজি) খোরমা ও বিশ ওয়াসাক যব দিতেন। (বুখারী, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-৮২। কথিত আছে আসরের পর পানাহার করলে কবরে আযাব হয় এবং আহারকারীর যেসব শিশু মারা গিয়েছে, জান্নাতে তাদের খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একি ঠিক?

উত্তর ঃ আসরের পর পানাহার করা সম্পূর্ণ জায়েয ও দুরস্ত। কখনই আযাবের কারণ নয়। মৃত বাচ্চাদের রিযিকে এতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

হাদীছ-১ ঃ হযরত সুওয়াদ ইবনে নু'মান (রাযিঃ) বলেন, খায়বরের বছর (অর্থাৎ যে বছর খায়বর বিজয় হয়েছিল) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। খায়বরের নিকটবর্তী সাহবা পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসর পড়লেন এবং নামাযের পর খাবার চাইলেন। অর্থাৎ সমস্ত সাহাবাকে বললেন নিজ নিজ খাবার নিয়ে আসতে। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হল না। (সবার নিকট ছাতুই ছিল) তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশে ছাতুর মধ্যে পানি মিশিয়ে ছানা করা হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেলেন এবং আমরাও খেলাম। অতঃপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠলেন। আমরাও মাগরিবের জন্য উঠলাম। তিনি কুলি করলেন, আমরাও। তিনি ওযু করলেন না। (বুখারী, মুয়াত্তা, নাসাঈ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যে বছর মক্কা বিজয় হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার পথে রমযান মাসে সফর করলেন (এবং রাস্তায়) রোযা রাখতে থাকলেন এবং সাথের লোকেরাও রোযা রাখলেন। তিনি যখন কুরাউল গামীম-এ পৌছলেন তখন একটি পেয়ালায় পানি চেয়ে নিয়ে এতটা উঁচু করে ধরে পান করলেন যে সবাই তাকে পান করতে দেখল যাতে সবাই জানতে পারে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযাদার নন। অতঃপর মক্কা পর্যন্ত রোযাহীন অবস্থায় থাকলেন (কেননা মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও না রাখা উভয়টির অনুমতি রয়েছে)। (মুসলিম, বুখারী)

পোশাক, অলংকার ইত্যাদি

প্রশ্ন-৮৩। কালো কাপড় ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না কোন প্রকার মাকরূহ ব নিষিদ্ধ?

উত্তর ঃ কিছু কিছু আলেম দোযখবাসীদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে কালো কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু তাদের এ মত দুর্বল। কালো কাপড় পরিধান করা নিঃসন্দেহে জায়েয বরং সুন্নত।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৮৪। পাড়ী বেঁধে তার ঝুল পিছনে বা ডানে বামে ছেড়ে দেয়া দুরস্ত আছে কি, না মাকরূহ বা বেদআত?

উত্তর ঃ ডানে ছেড়ে দেওয়াও সুন্নত, পিছনের দিকেও সুন্নত। দুটি ঝুল ছেড়ে দেয়াও জায়েয আছে, একটিও। অবশ্য বামদিকে ছেড়ে দেয়ার কোন প্রমাণ নেই। ওলামায়ে কেরাম এটিকে বেদআত বলেছেন।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আমর ইবনে হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে অবস্থা আমার চোখে ভাসছে যে, তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল এবং তার দুপাল্লা তাঁর কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে রেখেছিলেন। (ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত উবাদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পাগড়ী বাঁধ, কেননা এটি ফেরেশতাদের (পোশাক) আলামত এবং তা পিছনের দিকে ছেড়ে দাও। (বায়হাকী)

হাদীছ-৩ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পাগড়ী বাঁধতেন তখন দু'কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিতেন। (তিরমিযী)

প্রশ্ন-৮৫। অনেক মানুষের মেযাজ ও প্রকৃতি হলো তারা কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর ও সজ্জাপূর্ণ এবং সব সময় পরিস্কার রাখা পছন্দ করে। এ কারণে তারা সব সময়

উত্তম কাপড় চোপড় ব্যবহার করে এবং নিজের চেহারা আকর্ষণীয় ও সজ্জিত রাখে। এ কাজটি কি নিন্দিত এবং অহংকারের শামিল নয় তো?

উত্তর ঃ শুধুমাত্র পরিচ্ছন্ন ও সজ্জাপূর্ণ পোশাক ব্যবহার করা নিন্দনীয় নয়। বরং সামর্থের ক্ষেত্রে এ-ই মুস্তাহাব ও পছন্দনীয়, অহংকারের শামিল নয়। অবশ্য অন্যদের হেয় মনে করা বা তাদের পোশাকের তাচ্ছিল্য করা এবং নিজের মনে অহংকার বোধ করা খুবই দোষণীয় ও হারাম। তাছাড়া সীমাছাড়া সাজসজ্জায় লিপ্ত থাকা এবং অপব্যয় করা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি আরয করল, অনেকের নিকট ভাল লাগে তার কাপড় সুন্দর থাকা, জুতাও উত্তম থাকা (এসব কি অহংকারের শামিল?) তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর, তিনি সুন্দর ভালবাসেন (পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য অতএব, এসব কাজ অহংকার মনে করা উচিত নয়, বরং ন্যায্য বিষয় (জোর করে) অস্বীকার করা এবং লোকদের হেয় মনে করা অহংকার। (মুসলিম শরীফ)

প্রশ্ন-৮৬। একই সময়ে যদি জামা ও পাজামা পরতে হয় তাহলে কোনটি আগে পরবে?

উত্তর ঃ যেটি ইচ্ছা আগে পরতে পারে– জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো জামা আগে পরা তারপর পাজামা।

হাদীছ ঃ হযরত আবু রহম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবীগণের পোশাক পরিধানের অন্যতম নিয়ম হলো জামা ইত্যাদি পাজামার আগে পরিধান করা। (তাবরানী)

প্রশ্ন-৮৭। বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সব লোক লুঙ্গি ব্যবহার করত। অতএব আজকাল ব্যাপকভাবে যে পাজামা ব্যবহার করা হয় তা বেদ'আত কিনা?

উত্তর ঃ বেদ'আত ও নাজায়েজ নয়। কেননা যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাজামা পরিধানের কোন প্রমাণ নেই এবং তার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাজামা পরিধানের যে রেওয়ায়েত আছে তা ওলামায়ে কেরাম বানোয়াট বলেছেন, তথাপিও তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাজামা কিনেছেন। যদি নাজায়েয হত তাহলে তিনি কিনতেন না।

হাদীছ ঃ হযরত সাঈদ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং একটি পাজামার মূল্য ঠিক করলেন (অর্থাৎ মূল্য ঠিক করে কিনলেন)। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন–৮৮। যুদ্ধের ময়দানের জন্য এমন নির্দিষ্ট পোশাক রাখা যে, কেবল তা-ই পরিধান করে যুদ্ধের ময়দানে যাবে– দোরস্ত আছে কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে ঠিক আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর কন্যা আসমা (রাযিঃ) রেশমী বোতামের একটি জুব্বা বের করে দেখালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুশমনের মোকাবেলা করতেন তখন এটি পরিধান করতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন–৮৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কখনো পাগড়ী ব্যতীত শুধুমাত্র টুপি পরিধান করেছেন?

উত্তর ঃ কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন। সিহাহ সিত্তার বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত আছে এবং অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা থেকে পরিস্কারভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাদীছ–১ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা টুপি পরিধান করতেন। (তাবরানী)

হাদীছ–২ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টুপি পাগড়ীর নীচেও পরিধান করতেন। (ইবনে আসাকের)

প্রশ্ন–৯০। পুরুষের জন্য সোনা-রূপার আংটি পরিধান করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ পুরুষের জন্য সোনার আংটি হারাম ও নাজায়েয এবং জাহান্নামের কারণ তবে রূপার আংটি জায়েয আছে। তবে শর্ত থাকে যে, সাড়ে চার মাশার বেশী না হয়। লোহার আংটিও নাজায়েয।

হাদীছ–১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে হাতে সোনার আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখলেন তিনি তা বের করে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ কি আগুনের টুকরা হাতে তুলে রাখতে পারে? (অর্থাৎ তা যেমন হাতে নেয় না এবং ভয় পায় তেমনি এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চলে গেলেন তখন লোকেরা তাকে বলল, হে, তুমি নিজের আংটিটা উঠিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগাও (অর্থাৎ বিক্রয় করে কোন কাজে লাগাও) সে বলল, আল্লাহর শপথ আমি এমন জিনিস উঠিয়ে নেব না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ)

হাদীছ–২ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

হাদীছ–৩ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করাইলেন যার মনিটি ছিল হাবশী এবং তাতে محمد رسول الله অংকিত ছিল। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-৪ ঃ হযরত বারীদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পিতলের আংটি পরে উপস্থিত হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কি হলো তোমা থেকে মূর্তির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে? (অর্থাৎ এ আংটিতে মূর্তির সাদৃশ্য আছে, এ জায়েয নয়) এ ব্যক্তি তা খুলে ফেলল এবং লোহার আংটি পরে এল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কি হলো তুমি দোযখীদের অলংকার পরেছ কেন? সে সেটিও খুলে ফেলল এবং বলল, হুযুর, তাহলে কিসের আংটি তৈরী করব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রূপার তৈরী কর, তবে এক মেছকালের কম রাখবে। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীছ-৫ ঃ মুসলিম ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে হাতে লোহার আংটি থাকবে, আল্লাহ্ তাকে কখনও পবিত্র না করুন। (বদদু'আ অর্থাৎ তাকে কখনই আগুন থেকে রক্ষা করবেন না)। (তাবরানী)

প্রশ্ন-৯১। নাক, কান কেটে গেলে তা স্বর্ণ রূপা দিয়ে বানিয়ে নিলে বা দাঁত স্বর্ণ রূপার তার দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ নাক সোনা রূপা উভয়টির জায়েয। তবে দাঁত ঈমাম আবু হানিফার মতে রূপার বাঁধানো জায়েয, সোনার জায়েয নয়।

হাদীছ ঃ হযরত আরফা ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জাহেলিয়াতের যুগে কিলার যুদ্ধে আমার নাক কাটা যায়। আমি রূপার একটি নাক বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। তাতে দুর্গন্ধ হতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি সোনার নাক তৈরী করে নিতে বললেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

প্রশ্ন-৯২। বন্দুক বা তলোয়ারের উপর সৌন্দর্যের জন্য কোথাও রূপা লাগানো জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জায়েয আছে তবে শর্ত হলো, যেখানে হাত লাগে সেখানে (অর্থাৎ হাতল ইত্যাদি স্থানে) রূপা লাগানো যাবে না।

হাদীছ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ারের বাটের উপরের অংশ রূপার তৈরী ছিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন-৯৩। শুনেছি পুরুষের জন্য যেমন দাড়ি মুন্ডান হারাম, তেমনি স্ত্রীলোকদের মাথা মুন্ডান হারাম- এটি কি ঠিক না ভুল?

উত্তর ঃ অবশ্যই ঠিক। পুরুষের যেমন দাড়ি রাখা জরুরী তেমনি স্ত্রীলোকের চুল রাখা জরুরী। অবশ্য বেশী বেড়ে গেলে কিছু পরিমাণ কমানো জায়েয আছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের মাথা মুন্ডানো নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ, তিরমিযী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেদের মাথার চুল এতটা কাটতেন যে, ওয়াফরার মত হয়ে যেত। (ওয়াফরা ঐ চুলকে বলে যা কানের লতি পর্যন্ত এসে যায়। উদ্দেশ্য চুল খুব ছোট মনে হত। এ অর্থ নয় যে, মাত্র কান পর্যন্তই থেকে যেত।)

(আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসলিম)

প্রশ্ন-৯৪। বুক, পিঠ ইত্যাদি স্থানে যে পশম হয় তা মুন্ডানো এবং পরিস্কার করা জায়েয আছে কি না রেখে দেওয়া জরুরী? নাভির নীচের চুল কোন আধুনিক ঔষধ দ্বারা পরিস্কার করা কি ঠিক?

উত্তর ঃ পুরো শরীরের পশম পরিস্কার করা জায়েয আছে। মুন্ডিয়ে বা কোন ঔষধের দ্বারা নাভির নীচের পশম পরিস্কার করা পুরুষের জন্য উত্তম। তবে কোন ঔষধের দ্বারা বা পাউডার ইত্যাদির দ্বারা পরিস্কার করাও নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। স্ত্রীলোকদের জন্য মুন্ডান জায়েয আছে। তবে অন্য উপায়ে পরিস্কার করা উত্তম।

হাদীছ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শরীরে চুনা লাগাইতেন তখন শরীরের নীচের অংশ থেকে শুরু করে (অর্থাৎ যে পর্যন্ত আবৃত রাখা ফরয) নিজে লাগাতেন। অতঃপর অবশিষ্ট শরীরে তাঁর স্ত্রীগণ লাগিয়ে দিতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-৯৫। স্ত্রীলোকদের মেহেদী দিয়ে হাত রাঙ্গানো জায়েয আছে কি না এবং কোন চিকিৎসা হিসাবে পুরুষেরা হাত পা বা কোন অঙ্গে মেহেদী লাগাতে পারে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীলোকদের জন্য মেহেদী লাগানো খুবই সুন্দর ও মুস্তাহাব এবং চিকিৎসা হিসাবে পুরুষেরও মেহেদী ব্যবহার জায়েয আছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, পর্দার আড়াল থেকে এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি একটি পত্র (বা লিখিত কিছু) বাড়িয়ে দিল (যেন তিনি নিয়ে দেখেন)। তিনি রংহীন হাত দেখে নিজের হাত টেনে নিলেন এবং বললেন, জানিনা পুরুষের হাত না মহিলার হাত। সে বলল, স্ত্রীলোকেরই হাত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি মহিলা হত তাহলে নিজের আঙ্গুল মেহেদীতে রঙ্গিয়ে নিত। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, মহিলাদের হাতে মেহেদী বা অন্য কোন রং না থাকা অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না। (বায়হাকী)

হাদীছ-৩ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদী সালমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন কাঁটা বা আঘাত লাগলে তিনি তার উপর মেহেদী লাগিয়ে দিতেন। (ইবনে মাজাহ)

বেচাকেনা

প্রশ্ন-৯৬। এমন কোন সময় আছে কি যখন বেচাকেনা নিষেধ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দু'সময়। জুমআর দিন আযান হওয়ার পর থেকে নামায সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা মাকরূহ তাহরীমী (হারামের কাছাকাছি) এ সময়ে বেচাকেনার নিষেধ কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় সুবহে সাদিকের সময় অর্থাৎ প্রভাতে। প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে দাম ঠিক করা এবং বেচাকেনায় লিপ্ত হওয়া। এ সময় বেচাকেনা মাকরূহ তাহরীমী না হলেও অপছন্দনীয় ও অকল্যাণকর।

হাদীছ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের পূর্বে দাম নির্ধারণ করতে (অর্থাৎ মালের দাম ইত্যাদি নির্ধারণ করতে ও বেচাকেনা করতে) নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ ও হাকিম)

প্রশ্ন-৯৭। রেওয়াজ ও প্রচলন হলো বেচাকেনার সময় অধিকাংশ বস্তু কিছুটা ঝুঁকিয়ে ওজন করা হয় অর্থাৎ কিছুটা দেওয়া হয় এ কি জায়েয? আসল মালিক ব্যতীত যদি কেউ তার স্থলাভিষিক্ত বা কর্মচারী কোন বস্তু ওজন করে তাহলে তারও কি এ অধিকার আছে নাকি এটি খেয়ানত?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে কিছুটা বেশী ঝুকিয়ে এবং বেশী দেওয়া খুবই পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব কাজ। স্থলাভিষিক্ত ও কর্মচারীর কখনও কখনও প্রচলন ও রেওয়াজ অনুসারে এ অধিকার থাকে। মালিকের অজান্তেও যদি এরূপ করে তাহলে সে খেয়ানতকারী হিসাবে গণ্য হবে না। অবশ্য যদি ক্রেতার প্রতি আনুকূল্য হিসেবে মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রচলিত নিয়মের চেয়ে বেশী ঝুঁকিয়ে দেয় বা যে সব বস্তু বেশী দেওয়ার প্রচলন নেই যেমন সোনা, রূপা, এ সব বস্তুতে যদি এরূপ করে তবে খেয়ানতের মধ্যে শামিল হবে। তবে আসল মালিক যদি এসব বস্তুতেও কিছুটা বেশী দেয় তাহলে খুবই ভাল।

প্রশ্ন-৯৮। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজে লেনদেন করে কোন বস্তু বেচাকেনা করেছেন কিনা?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু তিনি কিনেছেন এবং কিছু কিছু জিনিস তিনি নিজে বিক্রয় করেছেন।

প্রশ্ন-৯৯। এভাবে বিক্রয় করা যে, যে ব্যক্তি বেশী দাম দেবে সেই নিবে (যাকে নিলাম বলা হয়) জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। কিন্তু দাম বাড়ানো ও ক্রেতাদের ধোকা দেওয়ার জন্য নিজস্ব কোন লোক নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। যেমন অনেকে মিথ্যা কথা বলার জন্য লোক নিযুক্ত করে রাখে। এতে ক্রেতারা অতিরিক্ত দাম বলে পস্তায় এবং বস্তুটি তার জিম্মায় পড়ে যায়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ওজন করবে তখন ঝুঁকিয়ে ওজন করবে (অর্থাৎ যে পাল্লায় মাল থাকবে সেটা যেন নীচু হয়)।

হাদীছ-২ ঃ হযরত সুওয়াদ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাখরাফা আবাদী ব্যবসার জন্য বাইরে থেকে কাপড় কিনে মক্কা নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং একটি পায়জামার দাম ঠিক করলেন। সেখানে এক ব্যক্তি মূল্য মেপে দিত। তাকে তিনি বললেন যে, ঝুঁকিয়ে মাপো। (নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমদ)

হাদীছ-৩ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি সফরে (একটি যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি উট বিক্রি করে দিলাম। আমরা মদীনাতে পৌছালে তিনি বললেন, মসজিদে গিয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি ওজন করে আমার দাম দিয়ে দিলেন এবং ঝুঁকিয়ে ওজন করলেন। হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে তিনি বলে দিলেন যে, ঝুঁকিয়ে ওজন কর। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হাদীছ-৪ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীর নিকট থেকে খাদ্য শস্য কিনেছিলেন এবং তার নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রেখে ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীছ-৫ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সদকার মাল প্রার্থনার জন্য এল। তিনি বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই। সে বলল, হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে যার কিছু অংশ আমি বিছাই এবং কিছু অংশ মুড়ি দেই। আর একটি পেয়ালা আছে যাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন, সে দু'টি জিনিস আমার নিকট নিয়ে এস। সে ব্যক্তি তা উপস্থিত করল। তিনি তা হাতে নিয়ে বললেন, কেউ এ দু'টি খরিদ করবে কি? উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দেরহামে নেব। তিনি দু'তিনবার বললেন, কেউ কি এক দেরহামের বেশী দেবে? অন্য এক ব্যক্তি বলল, আমি দু' দেরহাম দেব। তিনি সেই দু'টি জিনিস তাকে দিয়ে দিলেন এবং দু'দেরহাম নিয়ে আনসারীটিকে দিলেন। বললেন, এক দেরহাম দ্বারা খাদ্য শস্য কিনে পরিবারের লোকদের দিয়ে এস এবং অপর দেরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে নিয়ে এস। সে কুঠার কিনে তাঁর নিকট নিয়ে এলে তিনি নিজহাতে তাতে কাঠ (বাঁট) লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও এবং কাঠ কেটে বিক্রি কর। পনের দিন পর্যন্ত যেন তোমাকে না দেখি (অর্থাৎ কাজে লিপ্ত থাকবে এখানে আসবে না)। পনের দিন পর সে এল এবং দশ দেরহাম উপার্জন করে আনল। এর কিছু দিয়ে সে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাদ্য শস্য খরিদ করল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ কাজ করে খাওয়া ভাল তা থেকে যে, তুমি কেয়ামতের দিন নিজ কপালে প্রার্থনা ও ভিক্ষার চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হবে। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

Contents

বিবিধ

প্রশ্ন-১০০। বায়আতের সময় মুরশিদের হাতে পুরুষেরা যেমন হাত দেয়, স্ত্রী লোকদেরও কি তেমনি হাত দেওয়া উচিত নাকি মৌখিক বায়আত যথেষ্ট?

উত্তর ঃ বায়আতের সময় হাতে হাত দেওয়া শরীয়ত ও তরীকতের নিয়ম কানুন অনুসারে কোন জরুরী বিষয় নয়। পুরুষের ক্ষেত্রেও মৌখিক বায়আত যথেষ্ট হতে পারে, তবে হাতে হাত রাখা পুরুষের জন্য সুন্নত। গায়রে মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকের হাত ছোঁয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। মুর্খ পীরেরা যারা এরূপ করে তারা মারাত্মক গোনাহ্‌গার হয়।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের থেকে শুধু মাত্র সে ওয়াদাই নিতেন যা আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত কখনও (বায়আতের সময়) কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি যখন তাদের থেকে বায়আত (অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী অঙ্গীকার) নিতেন তখন মৌখিকভাবে শুধু বলে দিতেন যাও আমি তোমাদের বায়আত করে নিলাম।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আমার কতিপয় আত্মীয়া মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত হলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে নিন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাই না। আমি শত মহিলা থেকে তেমনি মৌখিক বায়আত গ্রহণ করে থাকি যেমন একজন মহিলা থেকে গ্রহণ করে থাকি। (মুয়াত্তা, তিরমিযী, নাসাঈ)

প্রশ্ন-১০১। কোন কোন হাদীছে এবং মনীষীদের উক্তিতে নীরবতার খুব প্রশংসা করা হয়েছে। আবার জনকল্যাণকর ও সৎ বাক্যালাপেরও অনেক ছওয়াবের কথা বর্ণিত আছে। এখন আপনি বলে দিন কোনটি উত্তম ও অধিক ছওয়াবের কাজ?

উত্তর ঃ নীরবতার চেয়ে আল্লাহর যিকির এবং সৎ বাক্যালাপের যাতে অন্যের উপকার হয় অনেক বেশী ছওয়াব আছে।

হাদীছ ঃ হযরত আবু যর (রাযিঃ) মসজিদে একাকী বসেছিলেন। হাতান (রাযিঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব একাকী বসে আছেন কেন? আবু যর (রাযিঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, খারাপ সাথীর চেয়ে নির্জনতা উত্তম, ভাল সাথী নির্জনতার চেয়ে উত্তম, ভাল কথা বলা খারাপ কথা বলার চেয়ে উত্তম, খারাপ কথা বলার চেয়ে নীরবতা উত্তম। (বায়হাকী)

প্রশ্ন-১০২। স্ত্রী লোকদের লেখা শিক্ষা দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ কোন কোন আলেম কল্যাণ চিন্তায় এটি নাজায়েয বলেছেন কিন্তু বিশুদ্ধ ও মজবুত মত হল জায়েয ও দোরস্ত আছে।

হাদীছ ঃ হযরত শিফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং বললেন যে, তাকে (হাফসাকে) লালদানার মন্ত্র শিখিয়ে দাওনা কেন? যেমন তাকে লেখা শিক্ষা দিয়েছো? (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন–১০৩। কাউকে অভ্যর্থনা জানানো অর্থাৎ শহর থেকে বাইরে অথবা বাড়ী থেকে এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ জায়েয এবং সুন্নত।

হাদীছ ঃ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরলেন তখন আমরা আমাদের শিশুদেরসহ ছানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন–১০৪। মোয়ানাকা বা কোলাকুলি করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে, দীর্ঘকাল পর সাক্ষাতের বা দূরের সফর থেকে ফিরে আসার সময় এটি সুন্নত ও মোস্তাহাব।

হাদীছ–১ ঃ হযরত শাবী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জাফর ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন তাঁকে জাপটে ধরলেন (অর্থাৎ মুয়ানাকা করলেন) এবং দু' চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

হাদীছ–২ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জায়েদ ইবনে হারিছা (রাযিঃ) এসে দরজায় করাঘাত করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় অর্থাৎ চাদর টানতে টানতে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জায়েদ (রাযিঃ)-এর সাথে মোয়ানাকা করলেন ও কপালে চুম্বন করলেন। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে এ ঘটনার আগে বা পরে কখনও খালি গায়ে দেখিনি অর্থাৎ তিনি সর্বদা লুঙ্গীর উপর চাদর গায়ে দিয়ে থাকতেন। এমন কখনও দেখিনি যে, তিনি শুধু লুঙ্গী পরে উর্ধাঙ্গ খোলা রেখে বসে থাকছেন বা বাইরে গেছেন। অবশ্য গোসল ইত্যাদির জন্য কখনও চাদর খুলে থাকলে তার উল্লেখ নেই। (তিরমিযী শরীফ)

প্রশ্ন–১০৫। কোন সাক্ষাতকারী বা মেহমানকে বিদায় দেবার সময় বাড়ী থেকে বাইরে পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া বা সফরে উদ্যত ব্যক্তিকে শহর থেকে বাইরে বা কিছুদূর পর্যন্ত পৌছে দেওয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ দু'টি কাজই সুন্নত ও মুস্তাহাব। হযরত ওমর (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাযিঃ) এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সফরে রওয়ানা করার সময়ে কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে যেতেন।

হাদীছ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১০৬। একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চরের উপর দু'জন আরোহী হওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ পশু সুস্থ সবল হলে দু'জন আরোহী হওয়া জায়েয আছে। আর দুর্বল অসুস্থ পশুর উপর শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যুলুমের শামিল। পশু যদি সবল হয় অথবা আরোহী খুব হালকা হয় তাহলে তিনজন আরোহী হলেও কোন দোষ নেই।

হাদীছ-১ ঃ হযরত বারীদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় আরবী গাধার উপর চড়ে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! (আপনিও) আরোহন করুন। সে নিজে পিছিয়ে গেল (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সামনে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে বাহনের পিছনের দিকে পিছিয়ে গেল) তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন না, তুমি তোমার বাহনের পিঠের বেশী অধিকারী অর্থাৎ বাহনের সামনের দিকটা যা আরোহীর জন্য খুবই অনুকূল তা তোমার হক। তুমি পিছিও না। অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে পিঠের উপর আমিও আরোহন করতে পারি। সে বলল, নিশ্চয়ই আমি পিঠটি আপনার জন্য দিচ্ছি। একথা শুনে তিনি আরোহন করলেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) (আলী (রাযিঃ)-এর ভাতিজা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন লোকেরা আমাদের শিশুদের অভ্যর্থনার জন্য নিয়ে যেতেন। যে সবার আগে পৌঁছত তাকে তিনি তাঁর সামনে চড়িয়ে নিতেন। অতঃপর হাসান বা হুসাইনকে নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। আমরা এ অবস্থায় (এক পশুর উপর তিন আরোহী) মদিনায় প্রবেশ করতাম। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন-১০৭। ঘোড়া ইত্যাদি বাহনের পশুকে বেত ইত্যাদি মেরে চালানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ যদি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও চলতে আলসেমী করে তাহলে মামুলীভাবে মারা জায়েয আছে। কিন্তু মাথায় প্রহার করবে না। শক্তির চেয়ে বেশী বোঝা চাপিয়ে বা দুর্বল পশুকে অনর্থক মারা এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করা যুলুমের শামিল ও কঠোর নিষেধ।

হাদীছ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) এক সফর থেকে ফেরার সময়কার ঘটনা সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীছে বর্ণনা করেন, আমার উট চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জাবের একটু শক্ত হয়ে বস। (এই বলে) তিনি একটি বেত মারলেন। এতে উট লাফিয়ে পড়ল (এবং সকল আলসেমী কেটে গেল। সে দ্রুত চলতে লাগল)। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১০৮। অন্ধ ব্যক্তি থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব কিনা?

উত্তর ঃ চক্ষুষমান ব্যক্তিদের থেকে যেমন পর্দা করা ওয়াজিব তেমনি অন্ধ ব্যক্তি থেকেও জরুরী। কেননা সে যদিও দেখতে পায় না কিন্তু মহিলাদের জন্য তার প্রতি তাকানোও জায়েয নয়।

হাদীছ ঃ হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। মায়মুনাও সেখানে ছিল। এ সময় ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ) (একজন অন্ধ সাহাবী মদিনার মুয়াজ্জিন) এলেন এবং আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে প্রবেশ করলেন। এ ছিল সে সময়ের ঘটনা যখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়েছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা দুজন তাঁর আড়ালে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো অন্ধ, আমাদের দেখবেন না (অতএব পর্দার কি প্রয়োজন?) তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরাও কি তাকে দেখবে না? (আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রশ্ন-১০৯। ঘরবাড়ীতে তালা লাগানো জায়েয আছে কিনা? একি তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী?

উত্তর ঃ এতে কোন দোষ নেই, এ তাওয়াক্কুলের পরীপন্থীও নয়, বরং জায়েয। হেফাযত ইত্যাদির জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা করে অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করাও তাওয়াক্কুলের শামিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা দিতেন।

হাদীছ ঃ ওয়াকীন ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে শস্য প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, হে ওমর! যাও তাদের শস্য দান কর। ওমর (রাযিঃ) আমাদের সাথে নিয়ে চললেন। একটি বালাখানায় গিয়ে তিনি নিজ কোমর থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন এবং শস্য দিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রশ্ন-১১০। মহান ব্যক্তিদের নিকট হাদিয়া তোহফা উপস্থিত করে এরূপ বলা জায়েয আছে কি যে, জনাব, আপনার উপযুক্ত তো নয় তথাপি গ্রহণ করুন বা এ খুবই সামান্য?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বিনয় ও নম্রতা হিসাবে নিজের হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে করাতে কোন ক্ষতি নেই।

হাদীছ ঃ (মুজিযাহ) হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জয়নব (রাযিঃ)কে বিবাহ করলেন, তখন আমার মা উম্মে সুলায়ম (রাযিঃ) খুরমা, ঘি ও পনির নিয়ে হালুয়া তৈরী করলেন এবং তা একটি বাটিতে রেখে বললেন, হে আনাস! এটুকু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে যাও এবং বলবে হে আল্লাহর রাসূল আমার মাতা এ হালুয়া আপনার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন হযরত আমাদের

পক্ষ থেকে এ নগন্য (অর্থাৎ আপনার উপযোগী নয়, তথাপি) কবুল করুন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি তা নিয়ে গেলাম এবং (মাতা যা বলে দিয়েছিলেন) বললাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রেখে দাও। অতঃপর বললেন, যাও অমুক অমুককে ডেকে আন। (এভাবে তিনি অনেকের নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেন) রাস্তায় যাকে পাবে তাকেও আমার নিকট ডেকে আনবে। আমি, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদের নাম বলেছিলেন এবং রাস্তায় যাদের সাক্ষাত পেলাম সবাইকে ডেকে নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম মানুষে বাড়ী ভরে গেছে। (অর্থাৎ যাদের ডেকেছিলাম, তারা সবাই এসে গিয়েছিল) লোকেরা আনাস (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো, সংখ্যায় কত হবে? তিনি বললেন প্রায় তিনশত হবে। এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম সে, তিনি সে হালুয়ার উপর হাত রেখে আল্লাহর যা ইচ্ছা পাঠ করলেন (অর্থাৎ বরকতের জন্য কিছু দু'আ পাঠ করলেন। জানিনা তিনি কি পাঠ করেছিলেন) অতঃপর তিনি দশজন করে লোক ডেকে খাওয়ানো শুরু করলেন। (কারণ বাটি ছিল ছোট। চারিদিকে দশজনের বেশী লোক বসে খেতে পারত না) এবং বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে খাও। প্রত্যেকে নিজের পক্ষ থেকে খাবে। আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, হালুয়া সবাই পেট ভরে খেল। এভাবে একদল খেয়ে যাচ্ছিল আর একদল আসছিল। এভাবে সবাই খেয়ে নিল? তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, হে আনাস এটা উঠাও, আমি উঠালাম, জানিনা যে যখন আমি এটা নিয়ে এসে রেখেছিলাম না যখন উঠালাম (অর্থাৎ হুবহু বিদ্যমান ছিল। পার্থক্য করা যাচ্ছিল না যে,) তখন বেশী ছিল না এখন।

(বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন–১১১। সফর থেকে ফিরে নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য হাদিয়া তোহফা আনা ছওয়াবের কাজ কিনা?

উত্তর ঃ এ খুবই পছন্দনীয় ও নেক কাজ এবং ছওয়াব লাভের উপায়। কেননা পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এতে কয়েকটি ভাল কাজ একত্রিত হলো। অতএব ছওয়াব থেকে কিভাবে খালি থাকবে? অর্থাৎ হাদীছ ও নবীর সুন্নাতের প্রতি আমল ও হয়ে গেল, সম্পদ ব্যয় করে মুসলমানকে দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা হলো।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সফর থেকে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসে, তখন যেন তাদের জন্য কিছু তোহফা নিয়ে আসে একটি পাথর হলেও। (এ অতিরঞ্জিত করে বলেছেন অর্থাৎ কিছু পাওয়া না গেলে পাথরই আনবে)। (বায়হাকী)

প্রশ্ন–১১২। কোন কিছু বন্টন করার সময় কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য তার অংশ উঠায়ে রাখা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ যদি সে ব্যক্তির অংশ প্রাপ্য থাকে, তাহলে তা উঠিয়ে রাখা জরুরী। আর যদি তার প্রাপ্য অংশ না হয়, তাহলে তার অংশ উঠায়ে রাখা জায়েয আছে, ওয়াজিব নয়।

হাদীছ ঃ হযরত মাখরামার (রাযিঃ) পুত্র মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা (আরব দেশীয় লম্বা পোশাক) বন্টন করছিলেন কিন্তু আমার পিতা মাখরামা (রাযিঃ)কে একটিও দিলেন না। আমার পিতা বললেন, বৎস, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে চল। আমি তার সাথে গেলাম। (হুজরা শরীফের দরজায় পৌছে) আমার পিতা বললেন, তুমি ভিতরে যাও এবং হযরতকে আমার নিকট ডেকে আন। আমার ডাকে ও সংবাদে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এলেন এবং সে কাবাগুলির মধ্যে তাঁর অংশে যেটি পড়েছিল সেটি আমার পিতকে দিয়ে বললেন, হে মাখরামা আমি তোমার জন্য উঠিয়ে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিতার দিকে তাকালেন এবং তার চেহারায় আনন্দের চিত্র দেখে বললেন, এখন মাখরামা সন্তুষ্ট হও। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-১১৩। কুস্তি লড়াই করা জায়েয আছে কিনা? মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হয় মনে করে এটাকে নাজায়েয বলা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ কুস্তি যেহেতু পরস্পরের শত্রুতাবশতঃ বা কষ্ট দেয়ার জন্য হয় না বরং শক্তি বৃদ্ধির একটি অনুশীলন ও বিষয় এবং উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে হয়ে থাকে, যে কারণে জায়েয। অবশ্য শরীরের যে স্থান আবৃত রাখা ফরয তা অনাবৃত করা (যেরূপ আজকাল প্রচলন আছে) হারাম।

হাদীছ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী (রুকানার পৌত্র) বলেন, (আমার দাদা) রুকানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কুস্তি লড়লে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকানাকে কুপোকাত করেছিলেন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চীৎ করে ফেলে দিলেন এবং জয়ী হলেন)।

(আবু দুউদ)

প্রশ্ন-১১৪। উট, ঘোড়া ইত্যাদির দৌড় প্রতিযোগিতা করানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ জায়েয আছে তবে হারজিতের উপর উভয় পক্ষের থেকে কোন শর্ত যেন না থাকে। হয়তো কোন পক্ষেই শর্ত থাকবে না নতুবা এক পক্ষ থেকে শর্ত থাকবে। যেমন জায়েদ বলবে যে, যদি আমার ঘোড়া পিছিয়ে থাকে তাহলে আমি অন্য ঘোড়াওয়ালাকে পঞ্চাশ টাকা দান করব। অগ্রগামী ঘোড়ার জন্য যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি পুরস্কার নির্ধারণ করে তাহলেও জায়েয আছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে শর্ত করা হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে প্রতি ব্যক্তি বলবে যে, যার ঘোড়া অগ্রগামী হবে তাকে এ পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে তা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয।

হাদীছ-১ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযমারকৃত ঘোড়াগুলোর দৌড় প্রতিযোগিতা দিলেন হায়ফা থেকে

ছানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত এবং ইযমারহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা দিলেন ছানিয়াতুল বিদা থেকে বনী যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াকে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামানোর জন্য ইযমার করতেন। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন-১১৫। নিজ দেশের প্রস্তুত জিনিস পত্রকে অন্য দেশের প্রস্তুত জিনিস পত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং সেগুলো ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ যেহেতু নিজ দেশের উৎপাদিত পন্য ব্যবহারে অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার হয়। সুতরাং এ পন্যকে প্রাধান্য দিয়ে তা ব্যবহারের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা জায়েয ও মুবাহ। তবে তা এমনভাবে হতে হবে যাতে দেশে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হয়।

হাদীছ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে আরবী ধনুক ছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার হাতে একটি ফারসী ধনুক ছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ তুমি কি নিয়েছ? ওটি ফেলে দাও (নিজের ধনুকের দিকে ইশারা করে বললেন) এবং এরূপ কামান লও। এগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দ্বীনের বরকত দান করবেন এবং অন্যান্য দেশে তোমাদের শক্তিমক্তা ও দৃঢ়তার ধারণা বদ্ধমূল হবে। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নিজ হাতে দীনার দেরহাম স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি নিয়েছেন কি?

উত্তর ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে এসব বস্তু তিনি নিজ হাতে নিয়েছেন বলে প্রমাণ আছে। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)-এর বিবাহের সময়ও তিনি সুগন্ধি ইত্যাদি আনার জন্য বেলাল (রাযিঃ)কে মুঠো ভরে দেরহাম দিয়েছিলেন।

হাদীছ ঃ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জায়শুল উসরা (তাবুক যুদ্ধ) এর জন্য আয়োজন ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন উসমান (রাযিঃ) (তৃতীয় খলীফা) নিজ জামার হাতায় এক হাজার দীনার নিয়ে মহানবীর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সেগুলো তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোলে ঢেলে দিলেন। আমি সে সময় তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলাম যে, তিনি দীনারগুলো নিজ কোলে ওলট-পালট করছেন এবং তিনি দু'বার বললেন, (এ উচ্চ নেকীর পর) উসমান যা কিছুই করুক তার কোন ক্ষতি নেই (অর্থাৎ মানবীয় চাহিদা অনুযায়ী কোন অন্যায়ও যদি করে ফেলে তাহলে তার এ উত্তম আমলটি জয়ী হয়ে তা মাফ করিয়ে দেবে ও আবৃত করে দেবে)। (মুসনাদে আহমদ)

প্রশ্ন-১১৭। কোন জরুরী বিষয় ভুলে যাবার আশংকায় রুমাল ইত্যাদিতে গিরা দিয়ে নেয়া বা হাতে সুতা বেঁধে নেয়া যাতে সে বিষয়টি স্মরণ থাকে- জায়েয আছে কি না বা এতে কোন দোষ ও নিন্দার কিছু আছে কি না?

উত্তর ঃ এতে কোন দোষ নেই। নিঃসন্দেহে জায়েয আছে।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলে যাবার আশংকা থাকলে তিনি তাঁর হাতের ছোট আঙ্গুলে বা আংটিতে সুতা বেঁধে নিতেন। (ইবনে সা'দ, তাবরানী)

প্রশ্ন-১১৮। মেয়েদের পুতুল নিয়ে খেলা করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। তবে শর্ত থাকে যে, তাতে চোখ, নাক তৈরী করবে না। বরং শুধুমাত্র কাপড় পেচিয়ে সেলাই করে নেবে যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়েও (অর্থাৎ বিবাহের পর) পুতুল নিয়ে খেলতাম এবং আমার সমবয়স্ক মেয়েরা আমার নিকট আসত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও ভয়ে লুকাতো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (খোঁজ করে) আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলত। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-১১৯। লোকদের নিকট কোন কঠিন প্রশ্ন বা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ যে সব কথা নিজের ইলমী উপকার বা অন্যের উপকারের জন্য হয় সেগুলো মুস্তাহাব ও সুন্নত। যা শুধু মাত্র বিনোদনের জন্য সেগুলো জায়েয ও মুবাহ। আর যা দ্বারা অন্যদের হেয় করা বা তাদের স্বল্প জ্ঞান ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা ইচ্ছা হয়, এ ধরনের কঠিন প্রশ্ন ও ধাঁধা নাজায়েয ও কঠোর নিষিদ্ধ।

হাদীছ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে পড়ে না (অর্থাৎ অন্য গাছের মত পাতাহীন হয় না) এবং (উপকার ও সাদাসিধের দিক দিয়ে) সেটি মুমিনের মত। তোমরা আমাকে বলতো সেটি কোন গাছ? ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, লোকদের খেয়াল জান্নাতের গাছসমূহের প্রতি গিয়ে পড়ল এবং নিজ নিজ মত অনুযায়ী অনেকে বিভিন্ন গাছের নাম উল্লেখ করল। আমার মনে হল সেটি খেজুর গাছ। (কিন্তু যেহেতু আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম, সেজন্য শরম করে চুপ করে রইলাম) যখন কেউ বলতে পারল না, তখন লোকেরা আরয করল, হযরত আপনিই বলে দিন সেটা কি? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন সেটা খেজুর গাছ। (বুখারী শরীফ)

প্রশ্ন-১২০। কোন উঁচু জায়গায় ওঠার জন্য কোন সিঁড়ির পরিবর্তে কোন মানুষের ঘাড়ে বা কোমরে পা রেখে ওঠা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ প্রয়োজনে কোন মানুষকে বসিয়ে তার উপর চড়ে উঁচু পর্যন্ত পৌছে যেতে কোন ক্ষতি বা নিষেধ নেই।

হাদীছ ঃ হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর উঠতে চাইলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না। (কারণ বর্মের বোঝায় ভার হয়ে গিয়েছিল এবং পাথরটি বেশ উঁচু ছিল) তালহা (রাযিঃ) পাথরটির নীচে বসে গেলেন এবং তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পিঠের উপর উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন।

(তিরমিযী শরীফ)

প্রশ্ন-১২১। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে চাচা, মামা নয়, কোন দূর সম্পর্কের কারণে তাকে নানা, মামা ইত্যাদি ডাকা (যেমন– মাতুল মহল্লার বরং শহরওয়ালাদের মামা, নানা এবং পিতার দিক দিয়ে চাচা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে) মিথ্যার শামিল হবে না কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ এ ধরনের আত্মীয়তার নাম দেওয়া খুব হালকা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জায়েয আছে। কোন সম্পর্ক না থাকলেও শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের উপাধি লাগনোও জায়েয আছে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত খাদীজা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা ইবনে নওফল এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললেন, হে চাচার ছেলে, আপনার ভাইপোর অবস্থা শুনুন। (যেহেতু ওয়ারাকার পরদাদা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরদাদার পিতা ছিলেন ভাই-ভাই, সে কারণে খাদীজা (রাযিঃ) ভাইপো বলে উল্লেখ করেছেন)।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছ-২ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) সামনে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ আমার মামা। কোন ব্যক্তি এরূপ দেখাতে পারবে কি? (অর্থাৎ এরূপ সম্মানিত ও মহান) এবং কারো মামা নেই। যেহেতু সা'দ (রাযিঃ) বানু যাহরা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাতা ও ঐ গোত্রেরই ছিলেন এজন্য তিনি তাঁকে মামা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(তিরমিযী)

চিকিৎসা, শুশ্রূষা, কবর, কাফন, সুধারণা

প্রশ্ন–১২২। কারো আকাংক্ষায় মৃত্যুর বিলম্ব কামনা করা বা কাউকে দেখার জন্য আকাংক্ষা করা বা আফসোস করা কি নিন্দনীয়?

উত্তর ঃ এতে কোন দোষ বা নিন্দার কিছু নেই। মৃত্যু বিলম্বের দু'আ সর্বাবস্থায় জায়েয আছে। বিশেষ করে কোন ভাল কাজের শেষ পর্যন্ত পৌছবার জন্য এবং কারো সাক্ষাতের আকাংক্ষা করাও জায়েয আছে। বিশেষ করে নেককার লোকদের সাক্ষাতের আকাংক্ষা করা মুস্তাহাব ও সুন্নত এবং কামিয়াবীর উপায়।

হাদীছ ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার কোথাও) একদল সৈন্য পাঠালেন। এতে আলী (রাযিঃ)ও শরীক ছিলেন। উম্মে আতিয়্যা (রাযিঃ) বলেন, (কিছুকাল পর) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম তিনি হাত উঠিয়ে রেখেছেন এবং তাঁকে এ দো'আ করতে শুনলাম হে আল্লাহ, তুমি আলীর অবয়ব না দেখানো পর্যন্ত আমাকে মৃত্যুদান করো না (অর্থাৎ আলী (রাযিঃ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি)। (তিরমিযী)

প্রশ্ন–১২৩। চিকিৎসা ও সংযম কি জায়েয আছে? তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হওয়ার কারণে দোষনীয় নয়তো?

উত্তর ঃ দুনিয়া যেহেতু কার্যকারণ সম্পর্কের স্থান, সে কারণে ঔষধ চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরোগ্য কামনা করা তাওয়াককুলের পরিপন্থী নয়। যেসব বস্তুতে কুফল হয় সেগুলো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। চিকিৎসা হোক বা না হোক সব সময় আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা জরুরী। কেননা, প্রতিক্রিয়া শক্তিদানকারী এবং চিকিৎসার পর আরোগ্য দানকারীও তো আল্লাহ-ই। খারাপ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকার পরেও খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করাও তাঁরই কাজ।

হাদীছ–১ ঃ উসামা ইবনে শারীক (রাযিঃ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বসে গেলাম তখন তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল সাহবা চুপ করে বসে ছিলেন। এমন সময় এদিক সেদিক থেকে গ্রাম্য ও বেদুঈন লোকেরা এল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা করব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, চিকিৎসা কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বার্ধক্য ব্যতীত এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। সে রোগের ঔষধ যদি স্থানমত প্রযুক্ত হয়, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য লাভ করে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, বুখারী)

হাদীছ–২ ঃ উম্মে মুনযির (রাযিঃ) (আনসারী মহিলা) বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, সঙ্গে আলী (রাযিঃ)ও ছিলেন। তিনি তখন রোগে শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের এখানে খেজুরের কাঁদি

ঝুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! তুমি খেয়ো না। কেননা তুমি শীর্ণ ও দুর্বল (তোমার ক্ষতি হবে)। উম্মে মুনযির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমরা যবের আটা ও চিনি মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হালুয়া তৈরী করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রাযিঃ)কে বললেন, এ থেকে খাও। এ তোমার জন্য উপকারী।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

প্রশ্ন-১২৪। মৃত ব্যক্তির কপালে চুমা দেওয়া এবং গোসল ও কাফনের পর তার চেহারা দেখা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ দুটিই জায়েয।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, উসমান ইবনে মাযউন (রাযিঃ)-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার (কপালে) চুম্বন করলেন। সে অবস্থা এখনও আমার চোখে ভাসছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখের পানি উসমান ইবনে মাযউন (রাযিঃ)-এর মুখমণ্ডলে বেয়ে পড়ছিল।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র ইব্রাহীম (রাযিঃ)-এর মৃত্যু হলে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (অপেক্ষা কর) আমি তার চেহারা না দেখা পর্যন্ত কাফনে আবৃত করবে না (অর্থাৎ চেহারা খোলা রাখবে)। অতঃপর তিনি এসে তার প্রতি ঝুকে পড়লেন এবং কাঁদলেন (অর্থাৎ তাঁর চোখের পানি বের হলো)।

(ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১২৫। জানাযার সাথে স্ত্রীলোকেরা কবরস্থানে গেলে কোন ছওয়াব আছে কি?

উত্তর ঃ তাদের জন্য জানাযার সাথে যাওয়া কোন ছওয়াবের কাজ নয় বরং নাজায়েয। কবরস্থানে মহিলাদের যেতে কঠোর নিষেধ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) শোকের ঘোরে মাত্র একবার নিজ ভাইয়ের কবরের নিকট গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না এজন্য তার শোকের মাত্রা বেশী ছিল। তিনি নিজের এ কর্মের জন্য সারা জীবন এস্তেগফার করে কাঁদতেন যে, আফসোস কেন আমি গেলাম!

হাদীছ-১ ঃ হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, মহিলাদের জন্য জানাযার সাথে যাওয়ার (কোন অধিকার) ও ছওয়াব নেই। (বায়হাকী, তাবরানী)

হাদীছ-২ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

প্রশ্ন-১২৬। প্রয়োজন ও অপারগতার সময়ে মাত্র এক কাপড়ে মৃতকে কাফন দিয়ে দাফন করা যায় কি?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড় সম্ভব না হলে একটি মাত্র কাপড়েও কাফন দেওয়া জায়েয আছে।

হাদীছ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চাচা হামযা (রাযিঃ)কে একটি মাত্র কাপড়ে কাফন দিয়েছিলেন (বেশী কাপড় পাওয়াই যায়নি। সে একটিও অতি ছোট ছিল)। যা দ্বারা মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়ছিল, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ঘা দিয়ে দাও। (আহমদ ও তিরমিযী)

প্রশ্ন-১২৭। কবর খুঁড়তে কষ্ট হলে বা জায়গা কম হলে একই কবরে একাধিক মৃত রেখে দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ জায়েয আছে। প্রথমে বড় আলেম বা পরহেযগার মুত্তাকীকে রাখবে, অতঃপর তার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং অতঃপর তার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে রাখবে।

হাদীছ ঃ হিসাম ইবনে আমির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আনসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, আল্লাহর রাসূল! আজ আমাদের অনেক জখম ও কষ্ট হয়েছে। এখন আপনি আদেশ করছেন। (অর্থাৎ কবর খোঁড়ার শক্তি নেই এমতাবস্থায় আপনি কি নি দিচ্ছেন) তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কবর খুব প্র ও গভীর কর এবং দু'জন, তিনজন ব্যক্তি করে এক কবরে রেখে দাও। জিজ্ঞেস ক হলো প্রথমে কাকে রাখব? বললেন, যার বেশী কুরআন শরীফ মুখস্থ আছে।

(তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, বুখারী জাবির (রাযিঃ) বর্ণ

প্রশ্ন-১২৮। কবরের উপর কোন তারিখ বা কুরআনের আয়াত লিখে দেওয়া ও কবর পাকা করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর ঃ কবর পাকা করা বা তার উপর ইমারত বানানো নিষেধ ও নাজায়েয। লে মাকরূহ।

হাদীছ ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর লিখতে এবং কবর মাড়াতে নি করেছেন। (তিরমিযী, ইবনে মা

প্রশ্ন-১২৯। জানাযা আসতে দেখে উঠে দাড়ানো কি জরুরী?

উত্তর ঃ উঠার প্রয়োজন নেই। সাথে যেতে হলে উঠবে নইলে বসে থাকবে।

হাদীছ ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল ওয়াসাল্লাম জানাযা দেখে উঠে দাঁড়াতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তা ছেড়ে দিলেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দা

প্রশ্ন-১৩০। কোন বাড়ীতে কেউ মারা গেলে তাদের জন্য খাবার পাঠানো জ আছে কি?

উত্তর ঃ যারা মৃত্যু ইত্যাদির শোকে পীড়িত বা খাবার বিমুখ হয় তাদের জন্য তাদের আত্মীয় প্রতিবেশীদের খাবার তৈরী করে পাঠানো সুন্নত। তবে তাতে কৃত্রিমতা ও খ্যাতিলিপ্সা ও প্রতিদান বিনিময় যা বর্তমানে চলছে তা খুবই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। সাদাসিধেভাবে অকৃত্রিমভাবে আত্মীয়দের সাহায্যের উদ্দেশ্যে খাবার পাঠিয়ে সুন্নতের ছওয়াব হাসিল করা উচিত। এ খাবার শুধু তাদেরই জন্য হবে যারা মৃতব্যক্তির কাজকর্ম ও দুঃখ বেদনায় পীড়িত থাকবে। এমন নয় যে গোষ্ঠী ও দলের সকলকে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া এরূপ ধারণা করাও মূর্খতা যে মৃত ব্যক্তির ঘরে তিনদিন পর্যন্ত রান্নাবান্না করা জায়েয নেই বা কুলক্ষণ ও অশুভ।

হাদীছ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, জাফর (রাযিঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ পরিবারের লোকদের) বললেন, জাফর-এর পরিবার পরিজনের জন্য খাবার প্রস্তুত কর। কেননা তাদের এমন সংবাদ এসেছে যা তাদের বিমুখ করে দেবে। অর্থাৎ জাফর (রাযিঃ)-এর মৃত্যুর খবর এসেছে যার শোক ও যাতনায় লিপ্ত হয়ে তাদের খানা পিনার আয়োজনের কথা মনে থাকবে না। (আবু দাউদ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১৩১। মানুষের নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করা ও কুকর্মের প্রতি লক্ষ্য করে নিজেকে নিশ্চিত দোযখী মনে করা ছওয়াবের কাজ ও রহমতের অসীলা না নিন্দনীয়?

উত্তর ঃ এ রকম নিশ্চিত বিশ্বাস করা নিন্দনীয়। নিজ কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর ক্রোধের ভয় করবে এবং তার রহমতের অসীলায় মুক্তি লাভের আশা রাখবে।

হাদীছ-১ ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের মৃত্যুর সময় তার নিকটে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কি অবস্থা? সে বলল, আল্লাহ্‌র নিকট (মুক্তির) আশা রাখি এবং নিজ গোনাহের (শাস্তির) ভয় করছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে মুমিনের অন্তরে এমতাবস্থায় (মৃত্যুর অবস্থায়) এ দুটি (ভয় ও আশা) একত্রিত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে যা আশা করে তা দান করেন এবং সে যা থেকে ভীত হয়, তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হাদীছ-১ ঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে মৃত্যু বরণ করা উচিত। (অর্থাৎ এ আশা রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে ভাল ব্যবহার করবেন) (মুসলিম)

প্রশ্ন-১৩২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ কি কথা উচ্চারণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ সর্বশেষ যে কথা তিনি উচ্চরণ করেছিলেন, তা ছিল-

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

(অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মহান বন্ধুকে বেছে নিলাম) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে

থাকা ও আখেরাতের পথে পাড়ি জমানো– এতদুভয়ের মধ্যে যেকোন একটি বে
নিতে বলেছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুকে বে
নিলেন এবং শেষ সময়ে একথাই কয়েকবার বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি মহান ব
অর্থাৎ মৃত্যুকে বেছে নিলাম। যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও রহমতের ছায়ায় পৌ
দেয় এবং আম্বিয়া ও সিদ্দীকীন (শুহাদার) এর সাথে মিলিত করে দেয়।

হাদীছ ঃ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা কনে, সর্বশেষ যে কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন তা ছিল–

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

(বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন–১৩৩। দুনিয়াতে কাউকে ভাল বা খারাপ কাজ করতে দেখে তাকে জান্নাতী ব
দোযখী বলা যায় কি?

উত্তর ঃ কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা দোযখী বলা যায় না। কারণ সকলের শে
পরিস্থিতিই বিবেচ্য যা পূর্বে জানা যায় না।

হাদীছ ঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা দোযখী লোকদের আমল করে যেতে থাকে, অথচ
প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী। আবার কেউবা জান্নাতী লোকদের আমল করে যেতে থাকে
কিন্তু সে দোযখী হয়ে থাকে (বর্তমান অবস্থার আমলের কোন বিবেচনা নেই)। শে
কালের আমলের বিবেচনা করা হয় (সৎ কাজও সে ব্যক্তিরই ফলদায়ক ও গ্রহণযোগ
হবে, যার সমাপ্তি সৎভাবে হবে)।

(বুখারী শরীফ)

اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

গুলজারে সুন্নত

প্রথম অধ্যায়

নিদ্রা ভঙ্গের পর কাজ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পালনীয় সুন্নতসমূহ

১। ভোরে যখন চোখ খুলবে তখন তিনবার আলহামদুলিল্লাহ এবং কলেমা তৈয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়বে অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَلَمْ يُمْسِكْهَا فِىْ مَنَامِىْ

◎ অথবা এ দু'আ পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

◎ ঘুম হতে উঠে মেসওয়াক করবে ঃ

◎ বিছমিল্লাহ পড়ে দরজা খুলবে।

◎ ঘর হতে বের হয়ে এ দো'আ পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

২। বরতন বালতির মধ্যে হাত দেওয়ার পূর্বে দুই হাত তিনবার ধুয়ে নিবে। অতঃপর ওযু করে ফজরের নামায আদায় করবে।

◎ ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুম হতে উঠে দু'চার রাকআত তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। এ সময় দু'আ কবুল হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক প্রদান ও গোনাহ মাফ করার জন্য নিজেই বান্দাদেরকে ডাকতে থাকেন।

◎ তাহাজ্জুদের সময় উঠলে নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো পড়া সুন্নত ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيٰتٍ ....

اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

◎ সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের ফযিলত সবচেয়ে বেশী। শেষ রাত্রে উঠতে না পারলে এশার পর এ নামায পড়ে নিবে। এ যদিও শেষ রাত্রের মত হয় না তবুও একেবারে ছেড়ে দিবে না। (অনুবাদক)

◎ নিজ গৃহে ওযু করবে ও সুন্নত নামায পড়বে। (অনুবাদক)

৩। যদি সুযোগ থাকে তবে ফজরের নামাযের পর সাংসারিক কাজ কর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থেকে ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত নামাযের জায়গায় বা মসজিদের কোথাও বসে তেলাওয়াত, যিকির ও দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। অতঃপর দু'রাকআত বা চার রাকআত নফল নামায আদায় করবে। এ নামাযকে এশরাকের নামায বলা হয়। হাদীছে আছে এ নামায আদায় করলে এক হজ্জ ও এক উমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।

৪। অতঃপর হালাল রুজি উপার্জনের কাজে লেগে যাবে। সারাদিন সময়মত নামায আদায় করলে সারাদিন ইবাদত বন্দেগির ছওয়াব পাওয়া যাবে।

- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেয়েছেন। রুজি রোজগার যদি নেক নিয়তে হয় তবে বড়ই ছওয়াবের কাজ। আর যদি সম্পদ বৃদ্ধির ও গৌরবের জন্য হয় তবে বড়ই গোনাহের কাজ।
- সুযোগ হলে দুপুরে খাওয়ার পর কায়লুলার সুন্নত আদায়ের নিয়তে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে। ঘুম না আসলে শুধু শুয়ে থাকলেও এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

* মুজাদ্দেদে আফলে ছানী (রহঃ) বলেন, সুন্নতের নিয়তে দুপুরে কিছুক্ষণ শয়ন করা সুন্নতের বরখেলাপ করে কোটি কোটি রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাত্র যাপনের সুন্নত

শিশুদের জন্য সুন্নত

৫। রাত্র হলে শিশুদেরকে ঘর হতে বের হতে দিবে না। হাদীছে আছে ঐ সময় শয়তানের বাহিনী পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি ঘর হতে বের হতে হয় তবে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ার জন্য তাদেরকে তাকীদ করবে। শিশুরা পড়তে না পারলে নিজেই পড়ে তাদের সাথে বের হবে। ইনশাআল্লাহ এ দু'আর বরকতে জিন ও শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

* সূর্যাস্তের সাথে সাথে বিসমিল্লাহ পড়ে দরজা বন্ধ করে নেয়া উত্তম। যদি ভীষণ গরম লাগে তবে কিছুক্ষণ পর বিসমিল্লাহ পড়ে পুনরায় খুলে দিবে। এতে কোন ক্ষতি নেই।

সকাল বিকাল নিম্নে বর্ণিত দু'আগুলি তিনবার পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

সহ সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত সকাল সন্ধ্যায় নিজেও তেলাওয়াত করবে এবং শিশুদেরকেও পড়তে অভ্যস্ত করবে।

* উল্লেখিত মাসনুন দু'আ এবং অন্যান্য কাজের পর সূরায়ে ওয়াকেয়া পড়ে নিবে। হাদীছে আছে যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে তাকে অভাব অনটন স্পর্শ করবে না।

বাসস্থানের সুন্নত

* রাত্রে ইশার নামাযের পর ঘরে এসে কাঠের খিল বা শিকল দ্বারা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে।
* ঘরে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে। বিসমিল্লাহর বরকতে শয়তান ঘরে ঢুকতে পারবে না।
* ওযু করে ঘুমানো এবং ঘুমানোর পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিনবার সূরমা লাগানো সুন্নত।

কথাবার্তার সুন্নত

* ইশার নামাযান্তে অযথা গল্প গুজব করা নিষেধ। এতে ফজরের নামায কাযা হয়ে যেতে পারে। এজন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত। তবে ওয়াজ নসীহত, ব্যবসা বা চাকুরীর কারণে জাগ্রত থাকতে নিষেধ নেই।

বাতি ব্যবহারের সুন্নত

* রাত্রে ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে দিবে, জ্বালিয়ে রাখবে না। কেননা এতে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকে। চুলার আগুনও নিভিয়ে দিবে, জ্বালিয়ে রাখবে না।
* বিশেষ প্রয়োজনে ডিম লাইট বা হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এ-ও ঠিক নয়।

টীকা ঃ সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে হুক্কা ও ধূমপান করা মাকরূহ। কেননা, এতে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং কলিজা হৃদয় ইত্যাদি দগ্ধ হয়। এজন্য ধূমপান ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আর যদি কেউ হুক্কা ছাড়তে একান্ত অপারগ হয়, তবে দিনে কয়েক বার হুক্কার পানি বদলিয়ে নিবে যাতে হুক্কার পানি নাপাক হতে না পারে ও পঁচে না যায়। কেননা এ ধরনের হুক্কা পান করা হারাম। ঘুমানোর সময় হুক্কা দূরে রাখবে। হুক্কা পান করতে করতে ঘুমাবে না। কারণ, এতে শরীর ও মনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ঘুমানোর পূর্বে মেসওয়াক করে মুখ ধুয়ে ঘুমানো উচিত। মাজালেছুল আবরার নামক কিতাবে ধূমপানের অপকারিতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর ধূমপান হারাম হওয়ার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

* (ক) ধূমপান একেবারেই অলাভজনক কাজ বা খেল তামাশা। এ সবই হারাম।
* (খ) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আর ক্ষতিকারক জিনিসও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।
* (গ) ধূমপানে অপচয় ও সম্পদ নষ্ট হয় এ-ও হারাম।
* (ঘ) ধোয়া আগুন হতেই সৃষ্টি হয় আর আগুন পান করা হারাম সুতরাং ধূমপানও হারাম।
* কালামেপাকে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে আসমান হতে সৃষ্ট ধোয়া সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে নিবে এবং যে জিনিস দ্বারা আযাব দেয়া হয়ে থাকে তা ব্যবহার করাও হারাম।

পাত্র ব্যবহারের সুন্নত

* ঘুমাবার পূর্বে ঘরের সমস্ত বাসনপত্র ঢেকে রাখবে। কোন পাত্র খোলা রাখবে না। বাসনপত্র ঢাকার কিছু না থাকলে একটা কাঠের টুকরা বিসমিল্লাহ পড়ে পাত্রের উপর রেখে দিবে। বাসনপত্র খোলা রাখলে বিভিন্ন রোগের আশংকা থাকে এবং শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়।
* হাদীছ শরীফে আছে বৎসরের যে কোন এক রাত্রে রোগ জীবাণুর প্রভাবকারী বাতাস প্রবাহিত হয়। যদি সে বাতাস উম্মুক্ত পাত্রসমূহে লেগে যায়, তাহলে সে পাত্র ব্যবহার করলে রোগ মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করে। সেজন্য বাসনপত্র কলস ইত্যাদি অবশ্যই ঢেকে রাখবে।

বিছানার সুন্নত

ঘুমাবার পূর্বে কাপড় বা চাদর দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নিবে।

* নিম্নবর্ণিত জিনিসগুলোর উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসতেন ও শুইতেন।

(ক) খেজুর পাতার তৈরী মাদুর। (খ) কাপড়ের বিছানা। (গ) চাটাই (ঘ) মাটি এবং চৌকী।

ঘুমানোর সময়ের সুন্নতসমূহ

ঘুমানোর পূর্বে কুরআন শরীফের কিছু সূরা, আয়তুল কুরসী, চার কুল, সূরা ফাতেহা ও দরূদ পাঠ করে নিবে। সবগুলো সম্ভব না হলে অন্ততঃ দু'একটি সূরা অবশ্যই পড়ে নিবে। এ আমল দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের উপায়।

ঘুমন্ত অবস্থায় কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে ঘুম হতে জাগা মাত্রই আউযুবিল্লাহ পড়ে বামদিকে থুথু ফেলে পাশ বদলিয়ে ঘুমাবে। ভীতিপ্রদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে হলে আমার সংকলিত তাবীরে ছাদেক অথবা স্বপ্ন সম্পর্কিত হাদীছ শরীফ দেখে নিবে।

* ঘুমানোর পূর্বে প্রথমে আমানতু বিল্লাহি ও কালেমা তায়্যেবা পড়ে নেয়া উত্তম।
* ওযুর সহিত ঘুমানো সুন্নত।
* শোয়ার সময় ডান কাত হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে ঘুমানো সুন্নত।
* ঘুমানোর পূর্বে ও দু'আ পড়া সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ بِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ

* শিয়র উত্তর দিকে হলে উত্তম। কেননা তখন মুখমন্ডল কেবলার দিকে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পানাহারের সুন্নত

হাত ধোয়ার সুন্নত

* খানা খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধোয়া বড়ই ছওয়াবের কাজ ও সুন্নত।
* খানা খাওয়ার পূর্বে ও পরে কুলি করে নেয়া সুন্নত।

দস্তরখান ব্যবহারের সুন্নত

* কাপড়ের দস্তরখান বা রুমাল বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নত। যদি চামড়ার দস্তরখান হয় তবে আরও উত্তম। প্রচলিত চেয়ার টেবিলে খানা খাওয়া সুন্নতের পরিপন্থী।

বিছমিল্লাহর সুন্নত

* খানার শুরুতে বিছমিল্লাহ পড়া খুবই জরুরী। যদি খানা খাওয়ার শুরুতে বিছমিল্লাহ পড়া না হয়, তবে শয়তান সে খাওয়াতে শরীক হয় এবং খানার বরকত নষ্ট হয়ে যায়।
* খানার শুরুতে বিছমিল্লাহ ভুলে গেলে খানার মাঝে যখনই স্মরণ হয় তখন এ দু'আ পড়ে নিবে। এতে খানার বরকত ফিরে আসবে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

এক সাথে খানা খাওয়ার সুন্নত

এক বরতনে কয়েক জন এক সাথে খানা খেতে বসলে প্রত্যেকে নিজের সম্মুখ ভাগ হতে খাওয়া উচিত। যদি বরতনে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য থাকে তাহলে যে দিক থেকে ইচ্ছা খাওয়া জায়েয আছে। এক বরতনে একা খানা খেলেও মধ্যখান হতে খাওয়া ঠিক নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, খানার মধ্যবর্তী স্থানে বরকত নাযিল হয়। অতএব সম্মুখ ভাগ হতে খাওয়া উচিত।

বসার সুন্নত

খানা খাওয়ার সময় উভয় হাঁটু বিছিয়ে বসা অথবা উভয় হাঁটু খাড়া করে বসা অথবা এক পা মাটিতে ফেলে ও অপর পা খাড়া করে বসা সুন্নত। বিনা ওজরে উভয় পা বিছিয়ে বসা উচিত নয়।

হাত ব্যবহার করার সুন্নত

* খাওয়া বা পান করার সময় ডান হাত ব্যবহার করা উচিত। খানা খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া বড়ই ছওয়াবের কাজ।
* বিধর্মীদের মত কিছু খেয়ে কিছু ফেলে দেয়া ঠিক নয়। এতে খাদ্য অপচয় ও নষ্ট হয় যা বড়ই গোনাহের কাজ।

খানার লোকমার সুন্নত

খানা খাওয়ার সময় কোন লোকমা পড়ে গেলে সে লোকমাটি শয়তানের জন্য ছেড়ে দিবে না। বরং পরিস্কার করে খেয়ে নিবে। খানা খাওয়ার পর যে খাদ্যদ্রব্য পড়ে যায় সেগুলোও উঠিয়ে খেয়ে ফেলবে।

* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাওয়ার পর ভিজা হাত নিজের মাথা, মুখমন্ড এবং দুই হাতের বাহুর উপর বুলিয়ে নিতেন।

খানা খাওয়ার পর এ দু'আ পড়া সুন্নত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

এ দু'আও পড়া যায় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ

* দাওয়াতের খানা খাওয়ার পর এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

* দুধ পান করার পর এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (তিরমিযী)

* দস্তরখান উঠানোর সময় এ দু'আ পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَّلَامُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

* মেযবানের নিকট হতে বিদায় নেওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

সিরকার সুন্নত

* সিরকা সহকারে খানা খাওয়া সুন্নত।
* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ঘরে সিরকা থাকবে সে ঘরে তরকারীর প্রয়োজন থাকবে না। (তিরমিযী)

শস্য বা চাউল খাওয়ার সুন্নত

* গমের মধ্যে সামান্য পরিমাণ হলেও যব মিশিয়ে নেওয়া সুন্নত।
* আমাদের দেশে চিকন চালের সাথে সামান্য মোটা চাউল মিশিয়ে নিলে উক্ত সুন্নতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

গোশত খাওয়ার সুন্নত

* গোশত খাওয়া সুন্নত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, দুনিয়া ও আখেরাতে খাদ্যের সরদার হল গোশত। (তিরমিযী)

বাসন পেয়ালা পরিস্কার করে খাওয়ার সুন্নত

* খানা খাওয়ার পর বাসন পেয়ালা ভালভাবে আঙ্গুল দ্বারা মুছে পরিস্কার করে খাওয়া সুন্নত। এভাবে খেলে ঐ ব্যক্তির জন্য বরতন দু'আ করে এবং অগনিত ছওয়াব লাভ হয়। (তিরমিযী)

শোকর করার সুন্নত

* খানা খাওয়ার পর আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

এ দু'আটিও পাঠ করা ভাল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

পান করার সুন্নত

পান করার সুন্নত এই ঃ

(ক) ডান হাতে পান করা (খ) এক শ্বাসে পান না করে তিন শ্বাসে পান করা।

(গ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

* পানি পান করার সুন্নত নিয়ম এই যে, পানি মুখে দেয়ার পূর্বে বিছমিল্লাহ এবং পান করার পর আল হামদুলিল্লাহ পড়বে।

খাদ্য সম্পর্কিত সুন্নত

* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খাদ্যের দোষ ত্রুটি তালাশ করতেন না পছন্দ হলে খেতেন, নইলে খেতেন না।

* ঘটনাক্রমে যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে খানা খেতে হয় তখন এ দু'আ পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

চতুর্থ অধ্যায়
পোশাক পরিচ্ছদের সুন্নত
পোশাকের রঙ্গের সুন্নত

* সাদা রঙ্গের কাপড় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী পছন্দ করতেন, তবে কাল রঙ্গের কাপড়ও হুজুর পরিধান করেছেন।
* হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দৈর্ঘের কোর্তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ ছিল।

পাগড়ী পরার সুন্নত

কালো পাগড়ী ব্যবহার করা সুন্নত।
পাগড়ী পরে যে নামায আদায় করা হয় তার ছওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি পায়। পাগড়ীর শিমলা এক হাত বা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ রাখা যায়। (নশরুত্তীব)

* তাবরানী শরীফে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাগড়ী সবসময়ের জন্য তিন হাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সাত হাত এবং জুমআ, ঈদ ও প্রতিনিধি দলের আগমনে বারো হাত হতো।

নতুন কাপড় পরিধান করার সুন্নত

নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু'আ পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانَا هٰذَا

এ দু'আও পড়া যায়। হাদীছে আছে এ দু'আ পাঠ করলে ছগীরা গোনাহ মাফ হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

কাপড় পরিধান করার সুন্নত

* প্রথমে ডানদিক হতে কাপড় পরিধান করবে এবং ডান পায়ে জুতা পরবে।
* কাপড় জুতা খুলার সময় বিছমিল্লাহ্ বলে বাম দিক হতে খুলবে।
* হিসনেহাসিন নামক কিতাবে আছে, কাপড় খোলার সময় বিছমিল্লাহ পড়লে জ্বিনের দৃষ্টি পথে পর্দা পড়ে যায়।

লুঙ্গি পরিধান করার সুন্নত

* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় লুঙ্গি পরিধান করতেন।
* লুঙ্গি পায়জামা টাখনু গিরার উপরে থাকবে, নিচে থাকবে না। এতে আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পাজামা) টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।

টুপি পরার সুন্নত

পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করা সুন্নত। টুপি ছাড়া পাগড়ী পরা সুন্নতের পরিপন্থী। নামাযের সময় মাথার মাঝখান খোলা রাখা মাকরূহ।

* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের টুপি মাথার সাথে লেগে থাকত।

বালিশ ব্যবহারের সুন্নত

গাছের ছাল ভর্তি বালিশ ব্যবহার করা সুন্নত। আর যদি খেজুরের ছাল ভর্তি হয় তবে আরও উত্তম।

একটি বিশেষ সুন্নত

মহিলাদের জন্য লম্বা আস্তীনওয়ালা জামা পরিধান করা জরুরী। আর যারা কনুই পর্যন্ত হাতা বিশিষ্ট কামিজ ও যে কাপড়ে শরীর দেখা যায় এমন কাপড় ব্যবহার করে তারা শক্ত গোনাহগার হবে। হাদীছে আছে, এ ধরনের স্ত্রীলোককে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তাদের পরিধানে কোন কাপড় থাকবে না। মুসলমান ভাইদের উচিত এ জরুরী মাসআলাগুলো নিজ পরিবারের মহিলাদেরকে জানিয়ে দেয়া।

* মহিলাদের শরীরের ঘ্রানও যেন পর পুরুষের নাকে না লাগে। হাদীছে আছে, যে মহিলা খোশবু ব্যবহার করে পর পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে সে যিনাকারিনী।

আংটি ব্যবহারের সুন্নত

পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে সাড়ে চার মাশা (৩.২৮০ গ্রাম) পরিমাণ রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। এর অধিক ওজনের রূপার আংটিও ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

চুল সম্পর্কীয় সুন্নত

* মাথার চুল মাঝে মধ্যে ধৌত করা ও চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো সুন্নত। তবে প্রত্যহ চিরুনী ব্যবহার না করা উত্তম।
* মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা সুন্নত। আর যদি রাখতেই হয় তাহলে কানের অধিক পর্যন্ত বা কানের লতি পর্যন্ত বা কাধ সমান রাখা সুন্নত।

খেযাব বা কলপ লাগানোর সুন্নত

* কোন ব্যক্তি মেহেদী ও তেলের সাহায্যে কলপ লাগাতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ কাল কলপ লাগানো মাকরূহ।

দাড়ি গোঁফ এর সুন্নত

* দাড়ি লম্বা করা ও গোঁফ ছোট রাখা সুন্নত। এক মুষ্ঠির কম দাড়ি রাখা ঠিক নয়। দাড়ি কামিয়ে ফেলা ও কেটে ফেলা একেবারেই হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে এমন কাজ হতে রক্ষা করুন।
* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন জুমআর নামাযের পূর্বে নখ কাটতেন ও গোফ ছাঁটতেন।
* নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা বগলের পশম উপড়ানো এবং নাভীর নিচের পশম ইত্যাদি ছাফ করতে চল্লিশ দিনের বেশী করা মাকরূহ।

মেহেদী লাগানোর সুন্নত

আবু দাউদ শরীফে আছে, স্ত্রীলোকদের জন্য মেহেদী লাগানো সুন্নত।
পুরুষের হাতে মেহেদী মাখা হারাম।
পুরুষের জন্য সুরভী ও সৌন্দর্য হল যাতে সুঘ্রাণ থাকবে কিন্তু রঙ্গের প্রকাশ থাকবে না। মহিলাদের জন্য সুরভী ও সৌন্দর্য হল যাতে রঙ্গের প্রকাশ থাকবে কিন্তু সুগন্ধের আধিক্য থাকবে না।

সুরমা ব্যবহারের সুন্নত

পুরুষ মহিলা সবার জন্যই সুরমা ব্যবহার করা সুন্নত। তবে রাত্রিবেলা লাগানো উচিত। প্রত্যেক চোখে তিনবার সুরমা লাগানো সুন্নত।

চুল ছাঁটার সুন্নত

সম্পূর্ণ মাথায় চুল রাখা বা কামিয়ে ফেলা উভয়টিই সুন্নত। এক দিকের কিছু কামিয়ে ফেলা ও অন্য দিকের কিছু রেখে দেয়া হারাম।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবাহ শাদী

বিবাহের সুন্নত

* বিয়ে শাদী সাদাসিধেভাবে হওয়া উচিত এবং এতে অধিক কৃত্রিমতা ও অতিরিক্ত সামানপত্র না হওয়াই উত্তম।
* হাদীছে আছে যে বিবাহে কষ্ট মেহনত কম হয় ও সহজ হয় সে বিবাহে বেশী বরকত হয়।
* জুমআর দিনে বিবাহ হওয়া সুন্নত। এতে বরকত ও মঙ্গল লাভ হয়।

স্থানের সুন্নত

* মসজিদের মধ্যে বিবাহ্ সম্পাদন করা সুন্নত।
* হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন অতএব বিবাহের খুতবাও দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম।

বিবাহের সুন্নত খুৎবার একটি নমুনা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاۤءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

* বিবাহের খুৎবার পরে বিবাহ সম্পাদন (আকদ) করা হবে। ওলির নিজেরই খুৎবাহ এবং আকদ দু'টিই সম্পন্ন করা উত্তম বরং এ-ই সুন্নত।
* আকদের নিয়ম এই যে, কনের গার্জিয়ান বলবে আমি আমার অমুক মেয়েকে বা আমার মোয়াক্কেলাকে এই পরিমাণ মোহরে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। বর বলবে আমি কবুল করলাম।

বিবাহের পর দু'আ

* বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহকারীদের জন্য এই বলে দু'আ করতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

খেজুরের সুন্নত

* বিবাহের পর খেজুর অথবা খুরমা বন্টন করা সুন্নত।

প্রথম রাত্রির সুন্নত

* বিবাহের পর যখন প্রথম রাত্রে (বা সুবিধামত সময়ে) বিবির সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন স্ত্রীর কপালের চুল ধরে এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا

মাসের সুন্নত

* শাওয়াল মাসে বিবাহ করা সুন্নত। এতে বরকত হয়।

ওলিমার সুন্নত

* প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে ওলিমা করবে। এতে নিজের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকিনদের খাওয়াবে। অনেক বড় আয়োজন করে ওলিমা করার প্রয়োজন নেই। বরং অল্প পরিমাণ খানা প্রস্তুত করে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের একত্রিত করে অল্প অল্প করে খাওয়ালেই যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং এতেই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে যে ওলিমার মধ্যে গরীব-মিসকিন এবং দ্বীনদারদের না ডেকে শুধুমাত্র ধনী ও দুনিয়াদারকে ডাকা হয় সে ওলিমা খুবই খারাপ।
* যখন ওলিমা করবে তখন সুন্নতের নিয়তেই করবে। তাতে গরীব, মিসকিন এবং দ্বীনদার ব্যক্তিদের দাওয়াত করবে।
* যে ব্যক্তি নামের জন্য ও মানুষদের দেখাবার জন্য বা মানুষের প্রশংসা লাভ করার জন্য ওলিমা করবে সে ব্যক্তির কোন ছওয়াব মিলবে না। বরং আল্লাহপাকের ক্রোধে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
* সুন্নত ওলিমা ঐ খানাকে বলে যা বিবাহকারী ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানে এর বিপরীতে কনের ঘরে খানা পাকানো সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। প্রচলিত ভাষায় একে বারাত বলে। এ একেবারেই সুন্নতের বরখেলাপ।

দাওয়াতের সুন্নত

* দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। কিন্তু যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ অর্জন করে, সুদ এবং ঘুষ খায় অথবা খারাপ কোন কাজে নিয়োজিত থাকে তার দাওয়াত কবুল করা উচিত নয়।

* যদি একই সময় দুই ব্যক্তি দাওয়াত দেয় তাহলে যার ঘর অন্যের ঘরের চেয়ে নিকটে তার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত।
* দাওয়াত কবুল করার সময় এই কথাগুলোর নিয়ত করবে (১) সুন্নতের অনুকরণ (২) মুসলমানের মন খুশি করা (৩) পথিকদের সালাম করা। সালামের জওয়াব দেওয়া কষ্টদায়ক কোন জিনিস রাস্তার উপর থাকলে তা সরিয়ে দেওয়া (৪) যার ঘরে যাবে সেখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভ্রমণ সম্পর্কিত সুন্নতসমূহ

সফর সঙ্গী সম্পর্কীয় সুন্নত ঃ

* অন্ততঃ দু'জন এক সাথে সফরে যাওয়া সুন্নত।
* মুহাদ্দিছীন ও ফকীহগণের মতে একাকী সফরে যাওয়া উচিত নয়।
* বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়া সুন্নত। তবে শনিবার দিন সফর আরম্ভ করাও মুস্তাহাব।
* সফরে বের হয়ে সওয়ারীতে আরোহন করার সময় নিম্নোক্ত কাজগুলো সুন্নত।
* যখন গাড়ী অথবা সওয়ারীতে পা রাখবে তখন বিসমিল্লাহ বলবে আর যখন গাড়ীতে অথবা সওয়ারীতে বসবে তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে।

অতঃপর এ দু'আ পড়বে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

এরপর তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে আবার

سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

এ দু'আ পড়ে একটু মুচকি হাসবে। শামায়েলে তিরমিযীতে আছে, ইবনে রাবিয়া বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর নিকটে একবার কোন সওয়ারী আনা হল। তখন তিনি উপরোক্ত সব কিছু নিয়ম মাফিক করার পর একটু মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সওয়ারীর উপর আরোহন করে ঠিক এরূপে দু'আ পড়ে একটু মুচকি হেসেছিলেন। আর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ্‌পাক বান্দার এরূপ দু'আ করায় খুশি হয়ে বলেন, আমার বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া গোনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।

অবস্থান করার সুন্নত

* রাস্তার মধ্যে যে জায়গা দিয়ে পথিক চলাফেরা করে এমন জায়গায় না দাঁড়িয়ে একদিকে সরে পাশে অবস্থান করা সুন্নত।

প্রত্যাবর্তনের সুন্নত

* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন সফরের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে তখন আর বেশী দেরী না করে ফিরে আসবে। বিনা প্রয়োজনে সফরে বা বাইরে থাকা ঠিক নয়।
* সফরের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে এ দু'আ পড়বে :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অতঃপর সফরের এ দু'আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ الْاَهْلِ

* আর যখন সফর থেকে ফিরবে তখনও এ দু'আ পড়বে।

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

সফরের মধ্যে যদি কখনো কোথাও অবস্থান করে, তবে এ দু'আ পড়বে :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

ঘরে ফেরার সুন্নত

যদি কেউ দূরে সফরে যায় এবং অনেক দিন পর ফিরে আসে তবে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ না করে প্রথমে তার আগমনের সংবাদ পৌছাবে এবং কিছুক্ষণ পর ঘরে যাবে। তেমনি যদি কেউ রাত্রি গভীর হওয়ার পর ফিরে আসে তবে ঐ সময় ঘরে না যেয়ে সকাল বেলায় সংবাদ জানিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। তবে যদি ঘরের লোক তাকে আসার জন্য খবর দিয়ে থাকে এবং তার জন্য অপেক্ষারত থাকে তবে রাত্রিতেও প্রবেশ করতে কোন অসুবিধা নেই।

নামাযের সুন্নত

* সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর ঘরে প্রবেশের পূর্বে প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা সুন্নত।
* সফরের মধ্যে কুকুর বা কোন বন্য জন্তু সাথে না থাকা সুন্নত। এ ধরনের খারাপ জানোয়ার সাথে থাকলে সফর অকল্যাণকর হয়।

সপ্তম অধ্যায়
কতিপয় সুন্নত

সালামের সুন্নত

* সালাম করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তাই পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা উচিত। কেননা, সালাম ইসলামের এমন একটি হক যা পরিচিত বা অপরিচিত হওয়ার উপর নির্ভর করে না।
* اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে সালাম করবে কিন্তু হাত তুলবে না। কেননা, হাদীছে এ ধরনের হাত উঠানোকে ইয়াহুদী এবং নাসারাদের আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা কঠিন গোনাহ।
* যদি কেউ সালাম করে তবে তার জবাবে– وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা ওয়াজিব।
* যদি কোন ব্যক্তি চিঠির মাধ্যমে সালাম পাঠায় তবে তার চিঠির জবাব দিতে হলে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ লেখা ওয়াজিব। আর যদি চিঠির জবাব দেয়া না হয় তবে মুখে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা ওয়াজিব। এভাবে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি কারো মাধ্যমে সালাম পৌছালে তাকে وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এই বলে জবাব দিবে।
* উল্লেখ্য, পা স্পর্শ করে সালাম ও সম্মান করা হিন্দুদের প্রথা যা মুসলমানদের জন্য মাকরূহ তাহরীমি। সাবধান কোন ব্যক্তি রাগ হলেও কখনোও এরূপ করবে না। এমনকি মা, বাপ, শিক্ষক এবং পীর মুরশিদকেও শুধুমাত্র মুখে বলবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের মাতা ও পিতার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী সম্মান করা সত্ত্বেও কখনো পা স্পর্শ করে সালাম করেননি।

হাঁচির সুন্নত

* যখন হাঁচি দিবে তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে আর যদি কোন ব্যক্তি হাঁচি শ্রবণ করে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে তখন জবাবে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ বলবে। এটা করা একদিকে যেমন সুন্নত অন্যদিকে ইসলামের জরুরী হক। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

শিশুদের প্রতি সুন্নত

* শিশুদেরও সালাম করা সুন্নত। বুখারী শরীফে আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন তিনি তাদের সালাম দিতেন।

বিদায় গ্রহণের সুন্নত

* যখন মানুষদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, তখন তাদেরকে সালাম দিবে।

মুসাফাহার সুন্নত

* মুসলমান ভায়ের সঙ্গে দেখা হলে মুসাফাহা করা সুন্নত। পুরুষ পুরুষের সঙ্গে এবং মেয়ে মেয়ের সঙ্গে মুসাফাহ করবে। বেগানা মেয়ে পুরুষ পরস্পর মুসাফাহা করা জায়েয নয়।

মজলিসের সুন্নত

* কোন মজলিসে পৌছলে সেখানে যদি বসার স্থান মেলে তাহলে বসে যাবে। কিন্তু অপরকে অর স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসা মাকরূহ।
* কোন মজলিসে পৌছলে যদি সেখানে কোন লোকজন কোন দ্বীনি কাজে নিয়োজিত না থাকে তবে সালাম করবে কিন্তু যদি তারা দ্বীনি শিক্ষা অথবা শিখানোর কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে সালাম করবে না।

জায়গা প্রশস্ত করার সুন্নত

* যখন মজলিসে কোন ব্যক্তি আসে এবং তার বসার স্থান সংকুলান না হয়, তখন সেখানে বসা লোকদের উচিত একটু চেপে বসে আগন্তুক ব্যক্তির স্থান করে দেয়া।

কথা বলার সুন্নত

* কোন জায়গায় তিন ব্যক্তি জমা হলে দু'জন ব্যক্তির পরস্পর চুপে চুপে কথা বলা জায়েয নেই। কারণ, এরূপ করায় তৃতীয় ব্যক্তি অন্তরে ব্যথা পাবে।

অনুমতি নেয়ার সুন্নত

* যখন কোন সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে তখন প্রথমে অনুমতি নিবে, তারপর প্রবেশ করবে। এরূপ করা সুন্নত।
* অনুমতি নেওয়ার নিয়ম হলো, দরজার বাহির থেকে বলবে– তারপর অনুমতি চেয়ে বলবে আমি কি ভিতরে আসতে পারি? যদি অনুমতি পাওয়া যায় তো ভাল কথা, আর অনুমতি না পাওয়া গেলে দ্বিতীয়, তৃতীয় বারও এরূপ করবে তারপর ফিরে আসবে।

হাঁই ছাড়ার সুন্নত

* যদি কারো হাঁই আসে তবে সে তার মুখ বন্ধ করে রাখবে, খুলবে না। যদি বন্ধ করা অসম্ভব হয় তবে মুখের উপর হাত রাখবে।
* যদি নামাযের মধ্যে কারো হাঁই আসে তবে সে ডান হাতের পিঠ মুখের উপর রাখবে। মুখ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে ফেলতে পারলে হাত রাখার প্রয়োজন নেই।

নাম রাখার সুন্নত

* নিজের ছেলেদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান রাখা সুন্নত। কারণ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।
* যে সকল নামের শুরুতে আবদ শব্দ এবং শেষে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের যে কোন একটি থাকে এই প্রকারের নাম রাখাও সুন্নত।
* আম্বিয়া, আউলিয়াগণের নামের অনুরূপ নাম রাখাও উত্তম। যে সকল নামের মধ্যে শেরেক পাওয়া যায় যেমন– আব্দুন্নবী, আব্দুর রসুল ইত্যাদি এ ধরনের নাম কখনও রাখবে না। আর যে সকল নামের অর্থ উত্তম নয় সে প্রকারের নামও রাখবে না।
* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যদি কারো নাম অপছন্দ হতো তবে তিনি তার নাম বদলে দিতেন। যেমন কোন একজন মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো আমার নাম আছিয়া। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার নাম জামিলা রাখলাম।
* মেয়েদের নাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি, মেয়ে এবং অন্যান্য নেক বিবি যেমন– মরিয়ম, আছিয়া ইত্যাদি নামের অনুরূপ রাখবে। পুরুষের নামে যেমন শুরুতে আবদ শব্দ এবং শেষে আল্লাহ তা'আলার কোন নাম হওয়া উত্তম, তেমনি মেয়েদের নামের শুরুতে আমাত শব্দ একান্তই প্রশংসনীয় যেমন– আমাতুল্লাহ, আমাতুর রহমান ইত্যাদি। আজকাল মুসলমানগণ মুসলমানী নাম ছেড়ে বিধর্মীদের নাম পছন্দ করে নিয়েছে। এটা বড়ই লজ্জার কথা। মুসলমানী আদর্শ রাখতে হলে অনুবাদক কর্তৃক প্রণীত 'মুসলমানী নাম' পুস্তিকাখানি দেখুন।

Contents

অষ্টম অধ্যায়

রোগ ব্যাধি সম্পর্কে সুন্নত

রোগী দেখার সুন্নত ঃ

* রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নত।
* মুসলমানদের মধ্যে রোগীর সেবাযত্ন করা একটি বড় হক। আর এটা ওয়াজিবে কেফায়া। হাদীছ শরীফে আছে, যদি কোন ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে যায় তবে সারা দিন, আর যদি সন্ধ্যায় যায় তবে সারারাত্রি সত্তর হাজার ফেরেস্তা তার জন্য রহমতের ও মাগফেরাতের দু'আ করতে থাকে আর জান্নাতের মধ্যে তার জন্য বড় ফলের বাগান তৈরী হয়ে যায়।
* হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যখন তুমি কোন রোগীর নিকট যাবে তখন তার কাছে দু'আ চাইবে, কারণ তার দু'আ ফেরেস্তাদের দু'আর মত কবুল হয়।
* ওযুসহ বা ওযু ব্যতীত দুই অবস্থায়ই রোগীর দেখা শোনা করতে যাওয়া যায়। তবে ওযুসহ যাওয়া উত্তম বরং মুস্তাহাব।
* কোন ব্যক্তি যদি রোগীর কাছে গিয়ে সাতবার–

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

এই দু'আ পড়ে, তবে যদি তার মৃত্যু সময় ঘনিয়ে না আসে, তাহলে অবশ্যই তার আরোগ্য লাভ হবে।

রোগী দেখে ফিরে আসার সুন্নত

* রোগীর নিকট হতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সুন্নত। যাতে বেশীক্ষণ তার নিকট বসে থাকার কারণে কষ্ট না হয় এবং তার বাড়ীর লোকজনের কাজের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

সান্ত্বনা দেয়ার সুন্নত

* রোগীদের সবধরনের সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত। তাকে বলা উচিত আল্লাহ্ চাহে তো খুব শীঘ্রই আপনি ভাল হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তো অসীম শক্তির অধিকারী। মোটকথা ভীতি সৃষ্টিকারী কোন কথা বলবে না।
* রাত্রিবেলায় রোগীকে দেখতে যাওয়া জায়েয আছে। কেউ কেউ এটাকে জঘন্য বা অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করে। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। তেমনি কোন ব্যক্তির রোগের সংবাদ শুনলে তখন থেকে যখন খুশী তাকে দেখতে যাবে। এটা জরুরী নয় যে, তিন দিন পর্যন্ত তার অসুস্থতা থাকার পর দেখতে হবে।

ঔষধ ব্যবহারের সুন্নত

* রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা সুন্নত। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ঔষধ সেবন করতে থাকবে।

কালো জিরার সুন্নত

* কালোজিরা এবং মধু ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা সুন্নত। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌পাক এই দুইটি পদার্থের মধ্যে রোগের শেফা রেখেছেন। তাছাড়া বহু হাদীছেই এ দুটি বস্তুর প্রশংসা করা হয়েছে।
* জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি এই দুইটি জিনিসের উপর এতই বিশ্বাস রাখতেন যে, তিনি এ ছাড়া অন্য কোন কিছু খুব কমই ব্যবহার করতেন।

ফাল বা পূর্ব লক্ষণের সুন্নত

* কোন কিছুর ভাল নাম অথবা কোন শব্দ শ্রবণ করে তা নিজের ইচ্ছার (মনের ইচ্ছার) অনুকূলে এবং ভালো ইঙ্গিত মনে করে খুশি হয়ে যাওয়া সুন্নত। আর একেই ফাল বলে। বদফালী নেওয়া কঠোরভাবে নিষেধ। যেমন শৃগাল রাস্তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে ঐদিন কোথাও রওয়ানা হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং পুনরায় অন্যদিনে সফর করা। অথবা সকালে বানরের নাম নেওয়াকে খারাপ লক্ষণ মনে করা এগুলো নিষেধ। কোন ব্যক্তিকে কুলক্ষণে মনে করাও বড় গোনাহের কাজ এবং এ কথা বলা যে, অমুক স্থানে যাওয়ার কারণে আমার রোগ হয়েছে বা এই ক্ষতি হয়েছে। এই ধারণা রাখা ভুল।

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত সুন্নত

* মাইয়্যেতকে তাড়াতাড়ি দাফন করা সুন্নত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ এই সুন্নত একেবারেই বাদ দেয়া হয়। কোথাও থেকে কেউ আসবে এতটুকু সমস্যার কারণে শুধু শুধু দেরী করে ফেলে। হাদীছে আছে, যদি মাইয়্যেত নেককার হয় তবে রেখে দেয়া মানেই অযথা কষ্ট দেয়া আর বদকার হলে তো তোমার নিজেরই কষ্ট।
* কোন বিশেষ অসুবিধা বা অপারগতা ব্যতীত মাইয়্যেতকে এক দুই মাইলের বেশী দূরে নিয়ে দাফন করা মাকরূহ।
* আজকাল বিদেশে কোন ব্যক্তি মারা গেলে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে এক সপ্তাহ পরও মাইয়্যেতকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। এটা একেবারেই শরীয়ত বিরোধী কাজ।
* মাইয়্যেতের জানাযায় মানুষদের শরীক করার জন্য আমাদের সমাজে এ'লান বা ঘোষণা করার যে রেওয়াজ অছে তাও মাকরূহ।

কবরের সুন্নত

* কবরের উপর পানি না ঢালা, কবর অনেক উঁচু করা এবং তা পাকা না করা সুন্নত।
* কবর দু'প্রকার। লাহাদ ও শাক্ক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাহাদ কবর করার বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেন। এজন্য মাটি শক্ত হলে কবরকে লাহাদ করা উচিত। লাহাদ ঐ কবরকে বলে, যা সোজা মাটি খনন করে পুনরায় পশ্চিমদিকে এই পরিমাণ খনন করা যাতে মাইয়্যেতকে সেখানে শোয়ানো যায়।

খানার সুন্নত

মাইয়্যেতের আত্মীয় স্বজনকে খানা দিয়ে যাওয়া সুন্নত। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, মাইয়্যেতের সমস্ত আত্মীয় স্বজনের ঐ খানা খাওয়া জায়েয নেই বরং ঐ সকল ব্যক্তিগণই খেতে পারবে যারা মাইয়্যেতের একই পরিবারভুক্ত এবং মাইয়্যেতের খানার সঙ্গে শরীক ছিল অথবা মাইয়্যেতের নিকটতম ব্যক্তি।

* প্রসিদ্ধি অথবা নামের জন্য খানা দেওয়া জায়েয নেই বরং যা কিছু মওজুদ থাকে তাই দিবে।

* মাইয়্যেতের ওয়ারিসদেরকে সামর্থানুযায়ী খানা খাওয়ানো সুন্নত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকাল একটা ভুল প্রথা চালু আছে যে, লোকজন মাইয়্যেতের বাড়ী থেকে খেয়ে যায় আর মাইয়্যেতের লোকেরা তিনদিন অথবা চল্লিশ দিন পর জরুরী মনে করে একটা জেয়াফতের ব্যবস্থা করে এবং ধারণা রাখে এই জিয়াফত ছাড়া তাদের কাছে ছওয়াব পৌছবে না। এটা একটা ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া এই প্রকারের জিয়াফতের মধ্যে হাজারো প্রকারের অসুবিধা আছে। যেমন– এখন পর্যন্ত অংশ ভাগ হয়নি। ওয়ারিছদের মধ্যে নাবালেগ আছে এবং মালের মধ্যে শরীক আছে। এরূপ মালের দ্বারা জিয়াফত বা ছদকাহ কখনো জায়েয নেই। তাছাড়া এ ধরনের জিয়াফতে ইয়াতিমের হক খাওয়া হয়। যা খাওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুন খাওয়ার মত বলেছেন। সব উত্তরাধিকারীগণ বালেগ হলেও যৌথ মালের দ্বারা জিয়াফত দেয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত মাল বন্টন না হবে। আজকাল নামের জন্য যে সমস্ত অনুষ্ঠান করা হয় তাতে ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হওয়া অবধারিত।

মোটকথা এই প্রকারের প্রচলিত জিয়াফতে মাইয়্যেতের যেমন কোন ছওয়াব পৌছে না তেমনি ওয়ারিছদেরও কোন ফায়দা হয় না। এতে বরং মাল বরবাদ ও গোনাহ জরুরী হয়ে পড়ে। অবশ্য কোন প্রকার নাম যশের আকাংখা ব্যতীত কোন ফকির মিসকিন অথবা দ্বীনদার লোকদের খানা খাওয়ালে মাইয়্যেতের নিকট ছওয়াব

পৌছবে। তবে এই ছওয়াব শুধুমাত্র অপরকে খানা খাওয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নামায, রোযা, সদকাহ, খয়রাত, তেলাওয়াত, তাসবিহ এবং সকলপ্রকার নেক কাজের মাধ্যমে তাদের নিকট ছওয়াব পৌছানো সম্ভব। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। যারা বিষয়টি মেনে নিবে তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন তাদের ফায়দা হবে। (পরিশেষে লেখক বলেন যে) এটা সেই সুন্নত যার উপর অমল করার দ্বারা মানুষ মুক্তি পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হয়।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! আগ্রহের সাথে আমল করতে থাকুন এবং দু'আ করুন যেন আমাদের সকলের সকল ক্ষেত্রে সুন্নত তরিকা নছিব হয় আর আখেরাতে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতে পারি। (আমীন)

* হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী (রহঃ) বলেন, সুন্নাতের সামান্যতম অনুসরণ করাও দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ এবং আখেরাতের নেয়ামতের চেয়ে অনেকগুণ উত্তম। আলহামদুলিল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতসমূহের সংকলন 'গোলজারে সুন্নত' শেষ হল। আল্লাহ এর লেখক অনুবাদক ও যারা এর জন্য শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের মাফ করে দিন। (আমীন)

Contents

বঙ্গানুবাদ
জুমুআ ও ঈদের খুতবা
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

বঙ্গানুবাদ
খোৎবাতুল আহকাম
...আন প্রকাশনী